ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

DIGITAL BANGLADESH
Skilled. Equipped. DigitalReady.

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১

CCA

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

CCA

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ই-১৪/এক্স, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.cca.gov.bd

CCA

পৃষ্ঠপোষকতায়

জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

প্রধান উপদেষ্টা

জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সার্বিক নির্দেশনায়

জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী
নিয়ন্ত্রক, সিসিএ কার্যালয়

প্রকাশনা কমিটি

জনাব হাসিনা বেগম, উপ-নিয়ন্ত্রক, উপ-সচিব (সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা)
জনাব তানজিলা মেহেনাজ, সহকারী নিয়ন্ত্রক (ইমার্জেন্সি রেসপন্স)
জনাব মোঃ খালেদ হোসেন চৌধুরী, আইন কর্মকর্তা
জনাব শামীম আহমেদ ভূঁইয়া, তদন্ত কর্মকর্তা (আইন)
জনাব মোঃ হাসান মুনছুর, সহকারী প্রোগ্রামার (ওয়েব প্রযুক্তি)

সম্পাদনা

জনাব শামীম আহমেদ ভূঁইয়া, তদন্ত কর্মকর্তা (আইন)

প্রকাশনা কমিটিকে যারা সহায়তা করেছেন

জনাব সুব্রত কুমার রায়, উপ-নিয়ন্ত্রক, উপসচিব (আইসিটি)
ড. নাজমা আক্তার, সহকারী নিয়ন্ত্রক, ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল (ডাটাবেজ ও ওয়েব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন)
জনাব শাহিনা পারভীন, সহকারী নিয়ন্ত্রক, সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
জনাব আইরিন আক্তার, সহকারী নিয়ন্ত্রক, সিনিয়র সহকারী সচিব (অর্থ ও প্রশাসন)
জনাব সাহিদা আক্তার, সহকারী নিয়ন্ত্রক, সহকারী সচিব (আইটি সিকিউরিটি)
জনাব নাজনীন আক্তার, সহকারী প্রকৌশলী (আইটি সিকিউরিটি)
জনাব মনিরা খাতুন, তদন্ত কর্মকর্তা (ইমার্জেন্সী রেসপন্স)
জনাব মোঃ বনি আমিন, তদন্ত কর্মকর্তা (ইমার্জেন্সী রেসপন্স)
কাজী শোয়েব মোহাম্মদ, সহকারী প্রোগ্রামার (ডাটাবেজ ও ওয়েব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন)

কম্পিউটার কম্পোজে সহায়তা করেছেন

জনাব মোঃ মাসুম মিয়া, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর

প্রকাশকাল

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

তথ্যপ্রযুক্তির পদচারণা আজ সর্বত্র। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ অনস্বীকার্য। তথ্যপ্রযুক্তির এ অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সরকার সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনর দূরদর্শী নেতৃত্বে এবং প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলছে। বিগত এক যুগে বর্তমান সরকার কর্তৃক অবকাঠামো তৈরি ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কোভিড-১৯ অতিমারীকালেও স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, আদালত ও সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখা সম্ভব হয়েছে। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সকল এলাকার মধ্যে ডিজিটাল দূরত্ব ঘোচানো গেছে।

সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিত্তি হিসেবে দেশে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ, ই-কমার্স, ই-লেনদেন, ই-প্রকিউরমেন্ট, ই-গভর্নেন্স চালুর লক্ষমাত্রা অর্জনে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে ২০১২ সালে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নিরাপদ ই-গভর্নেন্স চালুর লক্ষ্যে সিসিএ কার্যালয় কাজ করে যাচ্ছে। নিরাপদ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সিসিএ কার্যালয় ইতোমধ্যে সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। দেশব্যাপী ডিজিটাল স্বাক্ষরকে আরো বেশি ব্যবহার বান্ধব করা এবং অনলাইন কার্যক্রমের সর্বস্তরে ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রসারের লক্ষ্যে ই-সাইন গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সাইবার অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়াকে আরো যুগোপযোগী এবং কার্যকর করার লক্ষ্যে সিসিএ কার্যালয়ে একটি আধুনিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও সারাদেশের কিশোরী মেয়েদের সাইবার অপরাধ বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক ওয়েবিনারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যা ডিজিটাল বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের এক অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত। এছাড়াও সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে 'কন্যাকথা' নামক ওয়েবপোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। করোনাকালীন সময়েও কিশোরী বয়সের মেয়ে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পেরেছে, যা নিরাপদ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

আমি বিশ্বাস করি বিগত অর্থবছরের ন্যায় আগামী দিনেও সিসিএ কার্যালয় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয়ের মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতির সূচক বা পরিমাপক তুলে ধরবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি এ উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

"ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করুন
অনলাইন লেনদেন নিরাপদ রাখুন"

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি)

CCA

এন এম জিয়াউল আলম পিএএ
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ফোন: +৮৮ ০২ ৪১০২৪০৩১
ই-মেইল: secretary@ictd.gov.bd

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এখন দৃশ্যমান বাস্তবতা। রূপকল্প-২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে সারাদেশে সর্বস্তরে আইসিটি সেবাকে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে দেশের জনগোষ্ঠিকে মানবসম্পদে পরিণত করে সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য-প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজিব ওয়াজেদ-এর সময়োপযোগী দিক-নির্দেশনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে সারাবিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশে তথ্য-প্রযুক্তি এখন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নিরাপত্তা থেকে শুরু করে বিনোদনসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। বর্তমানে কোভিড-১৯ অতিমারীকালে তথ্য-প্রযুক্তি আমাদের সামনে এক অসাধারণ বিকল্প হিসেবে কাজ করছে। তথ্য প্রযুক্তির প্রসারের ফলে এখন ঘরে বসে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে, একই সঙ্গে দাপ্তরিক সব কাজই ঘরে বসে করা যাচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় সিসিএ কার্যালয়ের জন্য ২০২০-২০২১ অর্থবছর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই অর্থবছরে করোনা অতিমারীকালে অনলাইন কার্যক্রম বহুলাংশে বেড়েছে। আর অনলাইন কার্যক্রমকে নিরাপদ করতে ডিজিটাল স্বাক্ষর অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ই-নথিসহ সকল সরকারি কার্যক্রমে ডিজিটাল স্বাক্ষরকে সংযুক্ত করার লক্ষে সিসিএ কার্যালয় কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারি দপ্তরসমুহে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহারকে আরো জনপ্রিয় ও ব্যবহার বান্ধব করার লক্ষ্যে ই-সাইন গাইডলাইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে সারাদেশে অনলাইন কার্যক্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি এর আইনগত স্বীকৃতি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। করোনা অতিমারী সত্ত্বেও অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক সারাদেশের কিশোরী শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করে অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে 'ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা' শীর্ষক যে ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়েছে তা নারীর ক্ষমতায়ন এবং নিরাপদ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও সিএি কার্যালয়ের উদ্ভাবনী ধারনা হিসেবে 'কন্যাকথা' ওয়েব পোর্টাল কিশোরী শিক্ষার্থীদের অনলাইন জগতে নিরাপদ বিচরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

(এন এম জিয়াউল আলম পিএএ)

নিয়ন্ত্রক
ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

মুখবন্ধ

বর্তমান বিশ্বে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দর্শন হল নিরাপদ তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ। "রূপকল্প ২০২১" এবং "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকলের জন্য ন্যায়ভিত্তিক, সম-সুযোগ, দারিদ্র্য মুক্ত এবং গুনগত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা সম্পন্ন সমাজ নিশ্চিতকরনসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এর পরামর্শে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি এর সুযোগ্য নেতৃত্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সামগ্রিক কার্যক্রম দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সকল শ্রেনীর জনসাধারনের মাঝে তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার ও আইনগত বৈধতা নির্ধারন, অপরাধ ও অপরাধী শনাক্তকরণে সিসিএ কার্যালয় আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সিসিএ কার্যালয় ইতোমধ্যে ২৭ হাজারের বেশি সরকারি কর্মকর্তার মাঝে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করেছে। সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করতে সারাদেশের ৪৮২ টি বিদ্যালয়ের ২৭,৩৮০ জন ছাত্রীকে হাতে-কলমে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষন প্রদান করেছে। সাইবার অপরাধ শনাক্তকরণের লক্ষ্যে সিসিএ কার্যালয়ে একটি 'ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব' স্থাপন করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। এছাড়া এই অর্থবছরে সময়ের চাহিদা এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে 'সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান' প্রকল্পের প্রথম সংশোধনী আনা হয়েছে। এছাড়াও ডিজিটাল স্বাক্ষরকে আরো যুগোপযোগী এবং ব্যবহার বান্ধব করার লক্ষ্যে ই-সাইন গাইডলাইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ই-সাইন উন্নয়ন করা হয়েছে এবং ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

আমি আশা করি, আমাদের এই প্রকাশনা সিসিএ কার্যালয় এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবগত হতে সহায়তা করবে এবং ডিজিটাল/ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে। সিসিএ কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বিভিন্ন উদ্যোগ, কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ তুলে ধরার জন্য এই প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

(আবু সাঈদ চৌধুরী)

CCA

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	ভূমিকা	০১
০২	ইতিহাস	০১
০৩	ভিশন	০২
০৪	মিশন	০২
০৫	ভিশন ২১	০২
০৬	ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ের কর্মপরিধি	০৩
০৭	ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বাবলী	০৩
০৮	অধিশাখা সমূহের দায়িত্বাবলী	০৪
০৯	সিসিএ কার্যালয়ের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো	০৫
১০	সিসিএ কার্যালয় সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালা/প্রবিধানমালা/নীতিমালা/গাইডলাইনস	০৭
১১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহিত পদক্ষেপ	০৭
১২	ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন	০৭
১৩	সিসিএ কার্যালযের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম	০৭
১৪	সিসিএ কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন	০৯
১৫	দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্য	১০
১৬	'ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা' শীর্ষক কর্মশালা	১২
১৭	সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্ট	১৩
১৮	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত তথ্য	১৫
১৯	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২০-২০২১ সালের কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন	১৭
২০	সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত রোডম্যাপ	২০
২১	ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি	২৩
২২	সিসিএ কার্যালয়ের উত্তম চর্চাসমূহ	২৬
২৩	উদ্ভাবনে সিসিএ কার্যালয়	২৯
২৪	পুরস্কার/সম্মাননা	২৯
২৫	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)	৩০
২৬	প্রকল্প/কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য	৩০
২৭	সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান প্রকল্প	৩০
২৮	সিটিজেনস চার্টার	৩২
২৯	ডিজিটাল স্বাক্ষর: অনলাইন কার্যক্রমে নিরাপদ থাকার বিশ্ব স্বীকৃত পন্থা	৩৭
৩০	ডংগলবিহীন ব্যবহার বান্ধব ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর (ই-সাইন)	৩৮
৩১	সিসিএ কার্যালয়ের ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব	৩৮
৩২	আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিসিএ কার্যালয়ের ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জন	৪০
৩৩	'কন্যাকথা' ওয়েবসাইট	৪২

১। ভূমিকা

সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিত্তি হিসেবে দেশে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ, ই-কর্মাস, ই-লেনদেন, ই-প্রকিউরমেন্ট, ই-গভর্নেন্স চালুকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ মোতাবেক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সংযুক্ত অফিস হিসাবে ২০১২ সালে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (Controller of Certifying Authorities)- এর কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে নিরাপদ ই-গভর্নেন্স চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

০৫টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (দোহাটেক নিউ মিডিয়া, ডাটাএজ লিঃ, ম্যাংগো টেলিসার্ভিসেস লিঃ, বাংলাফোন লিঃ এবং কম্পিউটার সার্ভিসেস লিঃ) এবং সরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) হিসাবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। সিএ হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্ত ০৬টি প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব কারিগরি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় হতে সিএ লাইসেন্স গ্রহণ করেছে। এই ০৬টি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করছে। এ সংস্থা কর্তৃক ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের মাধ্যমে অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রমে পরিচিতি প্রতিপাদন (Authentication) এবং তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিধান রয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫ ধারায় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর দ্বারা ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড সত্যায়নের বিধান রয়েছে। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০০৯, ২০১৫ ও ২০১৮ এর কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক সরকারি দপ্তরসমূহে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে নথি ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ই-গভর্নেন্সে উত্তরণের লক্ষ্যে অনলাইন কার্যক্রম, যেমন: সফটওয়্যার উন্নয়ন, অনলাইনে নাগরিক আবেদন গ্রহণ ও সেবা প্রদান, অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স ও নিবন্ধন কার্যক্রম ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদাকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অন্যতম অংশীদার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগসমূহ এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে লক্ষ্যমাত্রার উল্লেখযোগ্য বিষয় যেমন-তারুন্যের শক্তি, সাইবার জগতে নিরাপদ বিচরণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে এবং বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এর উপর ভিত্তি করে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ে বর্তমানে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান এবং ভবিষ্যতের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ/পরিকল্পনা/প্রকল্প গ্রহণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

২। ইতিহাস

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় হলো ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রনালয়ের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একটি সংযুক্ত দপ্তর। ২০১১ সালের মে মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর অধীন এ সংস্থা গঠিত হয়। এ সংস্থার প্রধান হলেন একজন নিয়ন্ত্রক যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। সংস্থার প্রধান হিসেবে নিয়ন্ত্রক ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের মধ্যে বিরোধ নিস্পত্তিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের দ্রুত অগ্রগতির ফলে অনলাইনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইনগত বৈধতা ও নিরাপত্তা প্রদান সমীচীন ও প্রয়োজন। এজন্য সরকার ২০০৬ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ পাস করে। এই আইনের মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮ এ ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রর্বতনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ২০০৯ সালে দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের কার্যক্রম শুরু করা হয় যা ধীরে ধীরে সমগ্র বাংলাদেশে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়-এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৮ অনুযায়ী সকল সরকারি অফিসে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড ব্যবহারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে সকল সরকারি অফিসে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের ব্যবহার নিশ্চিত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩। ভিশন

নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ।

৪। মিশন

ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রবর্তনের মাধ্যমে নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং সাইবার অপরাধ দুরীকরণে জাতীয় ও আঞ্চলিক যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

- দেশে নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে সহায়তা করা;
- Public Key Infrastructure (PKI) কার্যক্রম পরিচালনা;
- ইলেক্ট্রনিক/ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তন করে অনলাইন জালিয়াতি প্রতিরোধের মাধ্যমে নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ;
- নাগরিকদের ইউনিক আইডি সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরীর মাধ্যমে পরিচিতি সংরক্ষণ, যাচাই ও সনদ প্রদান;
- জনসাধারণকে নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদানে সচেতন করা।

৫। ভিশন ২১

বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। ভিশন ২১ অর্জনের লক্ষ্যে সরকার যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার একটি হলো দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তন ও পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচারের (পিকেআই) উন্নয়ন সাধন করা। ২০১১ সালে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় হতে ৬টি প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফাইং অথরিটি (সিএ) হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়।
১৮ এপ্রিল, ২০১২ সালে রুট কী জেনারেশন সেরিমনির মাধ্যমে দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুকরণের অন্যতম ধাপ সম্পন্ন করা হয়েছে। সরকার নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর ও সিটিজেন ডাটাবেজ সার্ভিস চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঃ

- পেপারলেস গভর্নমেন্ট;
- ই-গভর্নমেন্ট;
- ই-কমার্স;
- ই-প্রকিউরমেন্ট;
- ইলেক্ট্রনিক ডকুমেন্ট সাইনিং;
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাংকিং;
- ডিভাইস ও সার্ভার সাইনিং;
- সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ;
- সিটিজেন ডাটাবেস-এর সংরক্ষণাধার (repository) উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সিটিজেন ডাটাবেস-এ নাগরিক তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- সিটিজেন ডাটাবেস-এর ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে বিধি/গাইডলাইন/নির্দেশিকা প্রণয়ন;
- সিটিজেন ডাটাবেস-এর ব্যবহারকারীদের জন্য কারিগরি মানদন্ড নির্ধারণ;

আজকের পৃথিবীতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক অগ্রগতির ফলে সবকিছুর মধ্যে আরো বেশি আন্ত:সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে এবং কঠিন কাজ দ্রুত সমাধান করতে পারছে। কিন্তু এর পাশাপাশি সাইবার সন্ত্রাস বা কম্পিউটার ও অনলাইনভিত্তিক নানা অপরাধের প্রবণতাও বেড়ে গেছে। এ সকল হুমকির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশ সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন করেছে।

৬. ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ের কর্মপরিধি

১. দেশে ই-কমার্স, ই-পেমেন্ট, ই-লেনদেন ই-প্রকিউরমেন্ট তথা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা প্রদান;
২. সরকারি তথ্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের নিরাপদ আদান-প্রদান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সম্পাদন;
৩. এ কার্যালয়ের অধীনে লাইসেন্সিং-এর মাধ্যমে সার্টিফাইং অথরিটি (সিএ) নিয়োগ করা এবং সার্টিফাইং অথরিটিসমূহের নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব পালন;
৪. ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় কর্তৃক গ্রাহক ও সিএ এর মধ্যকার বিভিন্ন স্বার্থের বিরোধ নিষ্পত্তি করা;
৫. সার্টিফাইং অথরিটি (সিএ) সমূহের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ ও তদারকি;
৬. সিএ সমূহের বিভিন্ন তথ্য, যেমনঃ প্রদত্ত পাবলিক ও প্রাইভেট কী সমূহের তথ্য, গ্রাহকদের তথ্য ইত্যাদিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সংরক্ষণাধার ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদন।
৭. সার্টিফাইং অথরিটিসমূহের ভৌত ও কারিগরি অবকাঠামো নিরীক্ষা করার জন্য আইটি অডিটর প্যানেলভুক্ত করা;
৮. সিটিজেন ডাটাবেস-এর সংরক্ষণকারী (repository) উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
৯. সিটিজেন ডাটাবেস-এ নাগরিক তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
১০. সিটিজেন ডাটাবেস-এর ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে বিধি/ গাইডলাইন/ নির্দেশিকা প্রণয়ন;
১১. সিটিজেন ডাটাবেস-এর ব্যবহারকারীদের জন্য কারিগরি মানদণ্ড নির্ধারণ;
১২. সাইবার অপরাধ তদন্ত।

৭. ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বাবলী

১. নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা;
২. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান;
৩. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় মানদন্ড নির্ধারণ;
৪. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ;
৫. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কার্য পরিচালনার শর্তাবলী নির্ধারণ;
৬. ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর প্রত্যয়ণের বিষয়ে ব্যবহৃত হতে পারে এরূপ লিখিত, ছাপানো, অথবা দৃশ্যমান কোন বিষয়বস্তু বা বিজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি নির্ধারণ;
৭. ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ফরম ও এতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি নির্ধারণ;
৮. বিদেশী সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে স্বীকৃতি প্রদান;
৯. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর বিষয়ে বিধি প্রণয়ন;
১০. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের হিসাব সংরক্ষণের ছক ও পদ্ধতি নির্ধারণ;
১১. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিরীক্ষক নিয়োগের শর্তাবলী এবং তাহাদের সম্মানী নির্ধারণ;
১২. কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এককভাবে বা অন্য কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সহিত যৌথভাবে ইলেকট্রনিক সিস্টেম স্থাপনের সুবিধা প্রদান এবং উক্ত সিস্টেম পরিচালনার নীতি নির্ধারণ;
১৩. কার্য পরিচালনা বিষয়ে গ্রাহক ও সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের আচরণ বিধি নির্ধারণ;
১৪. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও গ্রাহকের মধ্যকার স্বার্থের বিরোধ নিষ্পত্তি;
১৫. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারণ;
১৬. কম্পিউটারজাত উপাত্ত-ভান্ডার সংরক্ষণ;
১৭. সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা সার্টিফিকেট প্রাপ্তির কোন শর্ত লঙ্ঘিত হলে সার্টিফিকেট বাতিলের আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ;
১৮. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট-এর সংরক্ষণাধার (repository) উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
১৯. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

২০. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য আবেদনকারীদের লাইসেন্স প্রদান;
২১. প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিতকরণ;
২২. সিটিজেন ডাটাবেস-এর সংরক্ষণাধার (repository) উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
২৩. সিটিজেন ডাটাবেস-এ নাগরিক তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
২৪. সিটিজেন ডাটাবেস-এর ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে বিধি/গাইডলাইন/নির্দেশিকা প্রণয়ন;
২৫. সিটিজেন ডাটাবেস-এর ব্যবহারকারীদের জন্য কারিগরি মানদণ্ড নির্ধারণ;
২৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর কোন আইন বা প্রণীত বিধি-বিধান লঙ্ঘিত হলে তদন্ত কার্য পরিচালনা এবং দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ;
২৭. তদন্তের স্বার্থে কম্পিউটার এবং এতে ধারণকৃত উপাত্তে প্রবেশ;
২৮. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ কোন আইন বা প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের বিধান প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য আদেশ দ্বারা সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা এর কোন কর্মচারীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান;
২৯. কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে সংরক্ষিত সিস্টেম হিসেবে ঘোষণা;
৩০. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর বিধি-বিধান অনুসারে জরিমানা আরোপ এবং আদায়;
৩১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এর অধীন কোন অপরাধ প্রকাশ্য স্থানে সংঘটিত হলে বা হচ্ছে মর্মে বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকলে তল্লাশি করা, সংশ্লিষ্ট বস্তু আটক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা অপরাধীকে গ্রেফতার;
৩২. ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের লাইসেন্সের আবেদন, লাইসেন্স প্রদান, মানদন্ড নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন;
৩৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর বা এর অধীন প্রণীত বিধির অধীন অন্য কোন কার্য-সম্পাদন;
৩৪. সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন।

৮ অধিশাখাসমূহের দায়িত্বাবলী

৮.১ অর্থ, প্রশাসন ও আইন অধিশাখা

*** দায়িত্বাবলী:**

১. সিসিএ কার্যালয়ের অর্থ, প্রশাসন ও আইন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ, তত্ত্বাবধায়ন ও পরিচালনা;
২. সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী, পদায়ন, শৃঙ্খলা ও সাধারণ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৩. সিসিএ কার্যালয়ের ক্রয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৪. সিসিএ কার্যালয়ের সিএ লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন/বাতিল/ দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৫. সিসিএ কার্যালয়ের যানবাহন ও জ্বালানী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৬. সিসিএ কার্যালয়ের বিভিন্ন আইন/নীতিমালা/বিধিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৭. সিসিএ কার্যালয়ের মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় অন্যান্য কার্যাবলী।

৮.২ আইসিটি অধিশাখা

*** দায়িত্বাবলী:**

১. তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক এবং ইনোভেশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ, তত্ত্বাবধায়ন ও পরিচালনা;
২. ওয়েব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও সফট্ওয়্যার সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৩. সিসিএ কার্যালয়ের ডাটাবেজ ও স্টোরেজ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৪. ডিজিটাল ও ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর (ই-স্বাক্ষর) বাস্তবায়ন/প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৫. ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৬. ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের রীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৭. সিএ অফিস পরিদর্শন ও সিএ অডিট সংক্রান্ত কার্যাবলী;

৮. বাংলাদেশ রুট সিএ সিস্টেম পরিচালনা করা;
৯. তথ্য ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা কার্যক্রম তদারকি করা;
১০. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় অন্যান্য কার্যাবলী।

৮.৩ সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা অধিশাখা

*** দায়িত্বাবলী:**

১. নাগরিকের ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন ও ভেরিফাইং অথরিটি সংক্রান্ত কার্যাবলী;
২. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৩. রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট (R&D) সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৪. সাইবার ট্রাইব্যুনাল হতে প্রাপ্ত মামলার তদন্ত সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৫. সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক কার্যাবলী;
৬. ফরেনসিক ল্যাব পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৭. ইমার্জেন্সি রেসপন্স সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় অন্যান্য কার্যাবলী।

৯। সিসিএ কার্যালয়ের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

৯.১ সিসিএ কার্যালয়ের জনবল

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয়ে ৯ম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের ২৬টি, ১১-১৬তম গ্রেডের ১৯টি এবং ১৮-২০তম গ্রেডের ১০টিসহ মোট ৫৫টি অনুমোদিত পদ রয়েছে।

অনুমোদিত জনবল				কর্মরত জনবল				শূন্য পদের বিবরণ				সর্বমোট জনবল		
১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
২৬	০	১৯	১০	১৬	০	১৫	০২	১০	০	০৪	০৮	৫৫	৩৩	২২

৯.২। সাংগঠনিক কাঠামো

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণক-এর কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

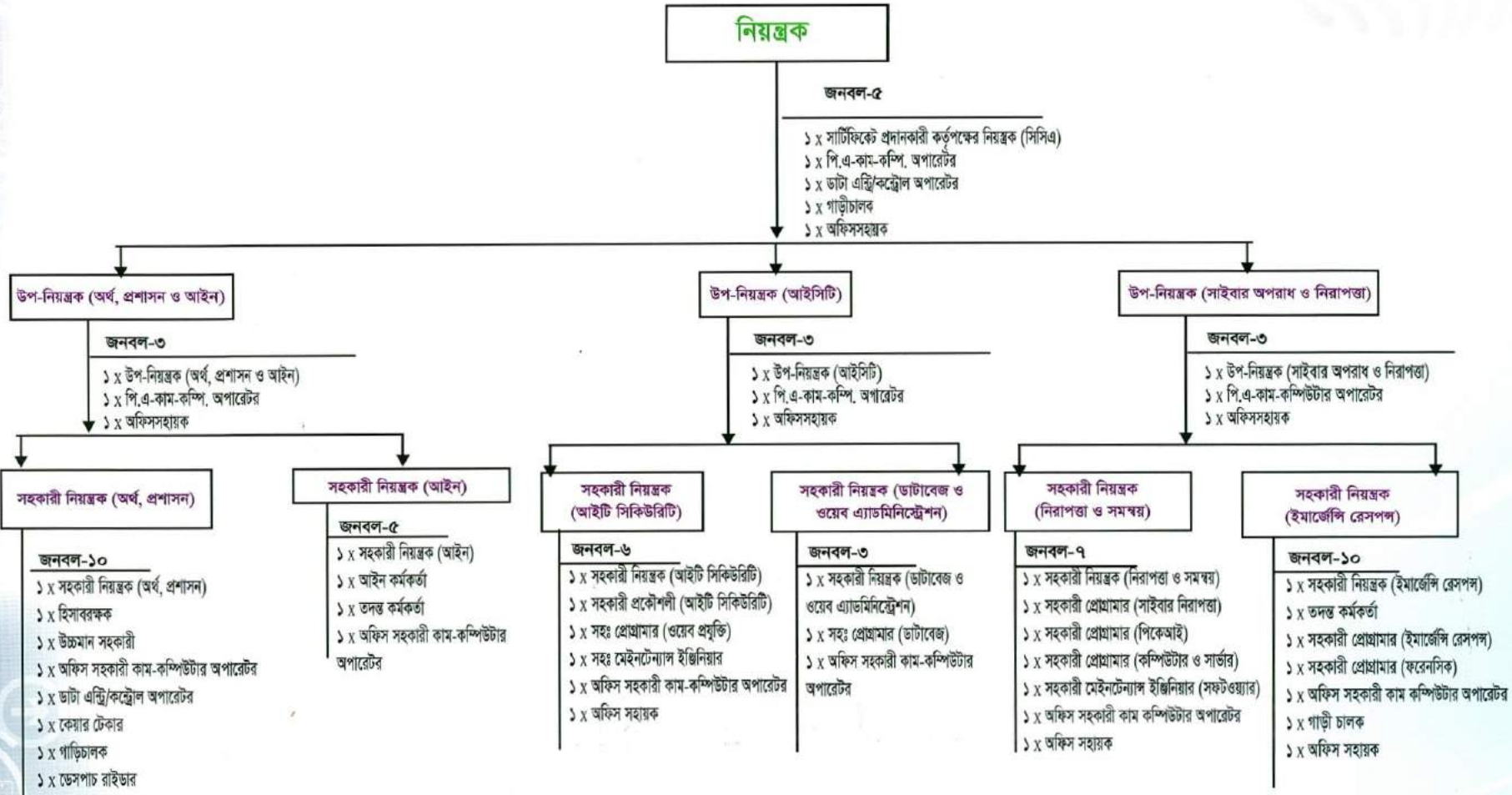

১০ সিসিএ কার্যালয় সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালা/প্রবিধানমালা/নীতিমালা/গাইডলাইনস

১০.১ আইন

ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬
খ) ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮

১০.২ বিধিমালা ও প্রবিধানমালা

ক) তথ্য প্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১০
খ) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক -এর কার্যালয় (নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক ও সহকারী নিয়ন্ত্রক) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২
গ) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক -এর কার্যালয়ের (কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১২

১০.৩ নীতিমালা

ক) বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেট পলিসি, ২০২০
খ) বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেশন অনুশীলন বিবৃতি, ২০১০ (সংশোধিত ২০২০)

১০.৪ গাইডলাইনস

ক) সিএ নিরীক্ষার গাইডলাইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০২০)
খ) টাইম স্ট্যাম্পিং সার্ভিসেস্ গাইডলাইন ফর সার্টিফাইং অথোরিটিজ, ২০১৬ (সংশোধিত ২০২০)
গ) ডিজিটাল স্বাক্ষর ইন্টারঅপারেবিলিটি নির্দেশিকা, ২০১৮
ঘ) ই-সাইন সার্ভিস গাইডলাইন ফর সার্টিফাইং অথোরিটিজ, ২০২০

১১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহিত পদক্ষেপ

- দেশে নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে সহায়তা করা।
- আইনানুগভাবে Public Key Infrastructure (PKI) কার্যক্রম পরিচালনা।
- জনগণকে নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদানে সচেতন করা।

১২ ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ে ২০১৬ সাল হতে ই-নথির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও ই-নথিতে ডিজিটাল স্বাক্ষর যুক্ত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

১৩ সিসিএ কার্যালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম

- ডংগলভিত্তিক ডিজিটাল স্বাক্ষরের পাশাপাশি ব্যবহার বান্ধব (user friendly) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ই-সাইন গাইডলাইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে যা অনুসরণ করে বিসিসিসহ সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহ ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি দপ্তরের ৮০১ জন সরকারি কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

• ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়ন বিষয়ক রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।

• 'মুজিব বর্ষ' উপলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে অষ্টম থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে।

• তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য অপরাধ সংক্রান্ত) তদন্ত বিধিমালার খসড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

• তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর খসড়া সংশোধনী প্রস্তাব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

• সিএ ব্রাউজার ফোরাম হতে ০৫টি বিষয়ের উপর ৬টি ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জিত হয়েছে, যা এ কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করছে।

• সিসিএ কার্যালয় হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত ০৬টি সিএ প্রতিষ্ঠান এর সিএ সিস্টেমের ভৌত অবকাঠামো পরিদর্শন করা হয়েছে।

• সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শন চেকলিস্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।

• সিএ লাইসেন্স ডিসট্রিবিউশন সফ্টওয়্যার উন্নয়ন করা হয়েছে।

• শেখ হাসিনা সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর-এ সিসিএ কার্যালয়ের ডিজাস্টার রিকভারি সিস্টেমের অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে।

• কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন করা হয়েছে।

• ২০২০-২০২১ অর্থবছরে করোনাকালীন সময়ে অনলাইন ওয়েবিনারের মাধ্যমে সারাদেশের ০৮টি বিভাগের ৫০ টি জেলার ৪৮২ টি স্কুলের সর্বমোট ২৭,৩৮০ জন নারী শিক্ষার্থী এবং অভিভাভবকদের নিয়ে 'ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালার মাধ্যমে হাতে-কলমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

• 'ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা' শীর্ষক প্রশিক্ষণের সকল রেকর্ডিং, প্রশ্নোত্তর পর্ব, টিউটোরিয়াল, ই-বুক সহ সব ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল সমন্বয় করে 'কন্যা কথা' নামে একটি ওয়েব পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এই ওয়েব পোর্টালের জেলা এম্বাসেডরদের সহায়তায় এবং অনলাইন অভিযোগ/ পরামর্শ ফর্ম ব্যবহার করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা সরাসরি সিসিএ কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ পাচ্ছে।

• সিসিএ কার্যালয় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে। এ কর্মশালায় সিসিএ কার্যালয়সহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বিভিন্ন সংস্থার ২৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

• সিসিএ কার্যালয়ের ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির নিরাপত্তার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ কার্যালয়ের জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

• বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে 'ই-সার্ভিসে ডিজিটাল স্বাক্ষর' বিষয়ে গণশুনানীর আয়োজন করা হয়েছে।

• ২০২০- ২১ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয়ের ক্রয় কার্যক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। ই-নথির কার্যক্রম চালু রয়েছে।

১৪ সিসিএ কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় ২০১১ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। সিসিএ কার্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো নিম্নরূপঃ

- ডিজিটাল/ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর বাস্তবায়নের জন্য বিসিসিসহ ৬ টি সিএ প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।
- ডংগলভিত্তিক ডিজিটাল স্বাক্ষরের পাশাপাশি ব্যবহারবান্ধব ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ই-সাইন গাইডলাইন, ২০২০ চূড়ান্ত করা হয়েছে যা অনুসরণ করে বিসিসিসহ সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহ ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- এ পর্যন্ত সারাদেশে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ৫৩,৮০৭ টি ডিজিটাল স্বাক্ষর ইস্যু করা হয়েছে এবং ২৭,১১০ জন সরকারী কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- সিসিএ কার্যালয়ের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর সংশোধনীর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সিসিএ কার্যালয়ের সকল কার্যক্রম পর্যালোচনান্তে এ প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে তা সমাধানের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের আওতায় একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সিসিএ কার্যালয়ের "পিকেআই (পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেমের মানোন্নয়ন এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও তদন্তের জন্য ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং পিকেআই সিস্টেমস আপগ্রেড করা হয়েছে।
- সিএ ব্রাউজার ফোরাম হতে ০৫টি বিষয়ের উপর ৬টি ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জিত হয়েছে যা এ কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করছে।
- ২০১৪ সালে Organization of Islamic Conference Computer Emergency Response Team (OIC-CERT) -এর পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করেছে।
- সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও তদন্তের জন্য ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এই ল্যাব হতে সাইবার ট্রাইব্যুনাল প্রেরিত বিভিন্ন মামলার আলামতের ফরেনসিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে মামলার প্রতিবেদন সাইবার ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ইন্টারনেটে অপরাধী শনাক্তকরণে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও Establishment of Computer Incident Response Team (CIRT) কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- মামলার তদন্তের সুবিধার্থে অপরাধের আলামত সংরক্ষণ ও অনলাইনে অপরাধীকে তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্তকরণের জন্য সিসিএ কার্যালয়ে Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS) নামে একটি অনলাইন সেবা চালুর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় কর্তৃক "ডিজিটাল নিরাপত্তা ও সচেতনতা" নামক জনসচেতনতামূলক পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত পুস্তিকাটি ইতোমধ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কপিরাইট অফিস হতে নিবন্ধন সনদ লাভ করেছে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছুটি প্রক্রিয়া অনলাইন ভিত্তিক করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ছুটি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে শুরু করে চলতি ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত সর্বমোট ৭২,৭৮৭ জন কিশোরী শিক্ষার্থীকে 'ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

'ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা' শীর্ষক প্রশিক্ষণের সকল রেকর্ডিং, প্রশ্নোত্তর পর্ব, টিউটোরিয়াল, ই-বুকসহ সব ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল সমন্বয় করে 'কন্যা কথা' নামে একটি ওয়েব পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এই ওয়েব পোর্টালের জেলা

এম্বাসেডরদের সহায়তায় এবং অনলাইন অভিযোগ/ পরামর্শ ফর্ম ব্যবহার করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা সরাসরি সিসিএ কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ পাচ্ছে।

১৫ দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্য

২০২০-২১ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকুরি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এছাড়াও উক্ত অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাগণকে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সকল দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন টিম এবং সিসিএ কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তার সমন্বয়ে "উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে করোনাকালীন সময়ে ওয়েবিনারের মাধ্যমে সারাদেশের ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণির ছাত্রী এবং অভিভাবকদের নিয়ে "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

১৫.১ সিসিএ কার্যালয়ের ২০২০-২১ অর্থ বছরের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)	কর্মঘন্টা (মাথাপিছু)
১	৩	২	৪	
১.	নথি ব্যবস্থাপনা (নোট লিখন, নথি উপস্থাপন, পত্র প্রাপ্তি, জারি, নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা, পত্রাদির প্রকারভেদ ও ডাক ফাইল ব্যবস্থাপনা, **Allocation of Business**)	১৯শে আগস্ট, ২০২০	১৯	৫.৬৩
২.	ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০	২১	৬.২২
৩.	**Cyber Securty and Data Protection (CCA perspective)**বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ হতে ২৯.০৯.২০২০	১২	১০.৬৭
৪.	**Refresher Training on Inventory, Meeting, Procurement and Asset Modules of GRP**	০২ নভেম্বর, ২০২০	২১	৬.২২
৫.	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০০৮	১৫ ডিসেম্বর, ২০২০	২০	৫.৯৩
৬.	শিষ্টাচার ও সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২২ মার্চ, ২০২১	২২	৬.০৭
৭.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৫ এপ্রিল, ২০২১	২১	৪.৯
৮.	পাকলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস	১২ মে, ২০২১	২১	৪.৫৯
৯.	**"PKI Operation and Maintenance"** বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৩ জুন, ২০২১ হতে ১৭ জুন, ২০২১	১৪	১৬.৯৭
১০.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২০ জুন, ২০২১	২২	৫.৩৩
১১.	ছুটি বিধিমালা, সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৮৯, গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮, সরকারি কর্মচারী গোপন আইন, ১৯২৩	২১ জুন, ২০২১	২৪	৫.৮২
		মোট	২১৭	৭৮.৩৫

১৫.২ সেমিনার /কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	ওয়ার্কশপ/সেমিনার এর নাম	অংশগ্রহণকারী	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১.	"ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক ওয়েবিনার	সারাদেশের ৮ম-১০ শ্রেণির নারী শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকবৃন্দ	২৭,৩৮০	২০২০-২০২১ অর্থবছরে সারা দেশে অনলাইন জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
২.	"উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ" শীর্ষক কর্মশালা	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সকল দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন টিম এবং সিসিএ কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা	২৫	সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে দিনব্যাপী ওয়েবিনারের মাধ্যমে এ কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।
		মোট	২৭,৪০৫	-

১৫.৩ ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রচারণা এবং ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের ৯ম বা তদূর্দ্ধ গ্রেডের ৮০১ জন কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি দপ্তরসমূহে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার আরো বৃদ্ধি পাবে।

ছবিঃ অনলাইন ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রশিক্ষণে উপস্থিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, অতিরিক্ত সচিব জনাব বিকর্ণ কুমার ঘোষ এবং সিসিএ কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রক জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী।

ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের তারিখ	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	২	৩	৪
১.	২৭/০৮/২০২০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	৫০
২.	০৯/০৯/২০২০	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	৪৬
৩.	১৭/০৯/২০২০	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)	৪৩
৪.	৩০/০৯/২০২০	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)	৩৭
৫.	১২/১০/২০২০	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)	৪১
৬.	২২/১০/২০২০	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)	৪১
৭.	০৩/১১/২০২০	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)	৪১
৮.	২৩/১১/২০২০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	৫৩
৯.	৩০/১১/২০২০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	৫১
১০.	১৪/১২/২০২০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	৫৭
১১.	২২/১২/২০২০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	৪৮
১২.	১৯/০১/২০২১	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)	৬২
১৩.	২৬/০১/২০২১	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	৫৯
১৪.	০২/০২/২০২১	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)	৪৫
১৫.	১২/০৬/২০২১	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	১২৭
		মোট:	৮০১ জন

১৬ "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক কর্মশালা

২০২০-২০২১ অর্থবছরে করোনাকালীন সময়ে ওয়েবিনারের মাধ্যমে সারাদেশের ০৮টি বিভাগের ৫০ টি জেলায় ৪৮২ টি স্কুলের ২৭,৩৮০ জন ছাত্রীদের মাঝে **"ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা"** শীর্ষক কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে হাতে-কলমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সাইবার অপরাধ সম্পর্কে অবহিতকরণ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিরাপদে বিচরণের কৌশলসমূহ, সাইবার অপরাধ সংশ্লিষ্ট আইনের ব্যাখ্যা, অপরাধ সংঘটিত হলে তা থেকে উত্তরণের উপায়, সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে যোগাযোগ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এবং অপরাধের শিকার হলে অভিযোগ করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি সম্পর্কে উক্ত ওয়েবিনারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক ওয়েবিনারের চিত্র

ছবি: পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ওয়েবিনার (২৯ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি:)।

ছবি: বগুড়া জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ওয়েবিনার (০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রি:)।

১৭ সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্ট

১৭.১ "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক ওয়েবিনার

সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে ২০২০ -২০২১ অর্থবছরে সারাদেশের ৮টি বিভাগের ৫০ টি জেলার ৪৮২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮ম -১০ম শ্রেণির ২৭,৩৮০ জন ছাত্রীকে "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক ওয়েবিনারের মাধ্যমে সাইবার সচেতনতামূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ছবিঃ সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত **"ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা"** শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখছেন **জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক** এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

ছবিঃ সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত **"ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা"** শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখছেন জনাব **ফরহাদ হোসেন** এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

১৭.২ "মুজিববর্ষ ২০২০" উপলক্ষ্যে আয়োজিত রচনা প্রতিযগিতা

'মুজিববর্ষ ২০২০' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় কর্তৃক **"ডিজিটাল বিপ্লবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগ ও নিরাপদ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডিজিটাল স্বাক্ষরের গুরুত্ব"** শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আয়োজিত প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগের 'ক' বিভাগ (অষ্টম-দশম), 'খ' বিভাগ (একাদশ-দ্বাদশ) ও 'গ' বিভাগ (স্নাতক-স্নাতকোত্তর) শ্রেণিতে মোট ১০০৩ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৩ শতাংশ ঢাকা বিভাগ এবং ২৯ শতাংশ চট্টগ্রাম বিভাগ এবং বাকি ৩৮ শতাংশ অন্য ৬ টি বিভাগ হতে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার ক -বিভাগে ৬৩% মেয়ে ও ৩৭% ছেলে, খ-বিভাগে ৫৬% মেয়ে ও ৪৪% ছেলে এবং গ-বিভাগে ৫৬% মেয়ে ও ৪৪% ছেলে প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ক, খ ও গ তিনটি বিভাগে মোট প্রতিযোগীর ৫৬% মেয়ে এবং ৪৪% ছেলে অংশগ্রহণ করেন।

ক্যাটেগরি	পুরস্কার বিজয়ীর নাম	শ্রেণি/বর্ষ	বিষয়/বিভাগের নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	মেধাক্রম
ক-বিভাগ	মোঃ আলী হাসান মুন্না	দশম	বিজ্ঞান বিভাগ	মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ	প্রথম
	শাদমান শাহরিয়ার অর্নব	দশম	বিজ্ঞান বিভাগ	পঞ্চগড় বিপি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	দ্বিতীয়
	হৈমন্তী রায় হিমু	দশম	বিজ্ঞান বিভাগ	নীলফামারী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	তৃতীয়
খ-বিভাগ	লিমন দত্ত	দ্বাদশ	বিজ্ঞান বিভাগ	চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ	প্রথম
	নাসিফ আহমেদ প্রত্যয়	দ্বাদশ	বিজ্ঞান বিভাগ	ঢাকা সিটি কলেজ	দ্বিতীয়
	তাহিরা আফিফা	একাদশ	বিজ্ঞান বিভাগ	সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম	তৃতীয়
গ-বিভাগ	নিশাত তাসনিম চৌধুরী	২য় বর্ষ (সম্মান)	ফার্মেসী বিভাগ	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	প্রথম
	আকিভা আক্তার সুইটি	মাস্টার্স	হর্টিকালচার বিভাগ	শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	দ্বিতীয়
	ইসরাত জাহান	৩য় বর্ষ (সম্মান)	উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	তৃতীয়

সিসিএ কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রক মহোদয়ের সভাপতিত্বে **"ডিজিটাল বিপ্লবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগ ও নিরাপদ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডিজিটাল স্বাক্ষরের গুরুত্ব"** শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ।

ছবিঃ 'মুজিববর্ষ-২০২০' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

১৮ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত তথ্য

১৮.১ সিসিএ কার্যালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির পরিকাঠামো

ক্রমিক নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	লাক্ষমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫
১.	নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ আইটি অবকাঠামো উন্নয়ন	লগইন অথেনটিকেশনে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের ব্যবহার	৩০.১১.২০	১৩.১০.২০
		সিএ লাইসেন্স ডিসট্রিবিউশন সফ্‌টওয়্যার প্রবর্তন	০১.০৫.২১	৩০.১২.২০
		ডিজাস্টার রিকভারি সিস্টেমের অবকাঠামো উন্নয়ন	৩০.০৪.২১	২২.০৪.২১
২.	দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন	ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৭০০	৮০১
		ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের নিয়ে সচেতনামূলক প্রশিক্ষণ	১০০০	২৭৩৮০
৩.	আইনী অবকাঠামো উন্নয়ন	রুট সিএ গাইডলাইন বছরভিত্তিক হালনাগাদকরণ	০১.০১.২১	২০.০৯.২০
		সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শন চেকলিস্ট প্রণয়ন	৩১.০১.২১	০৪.০১.২১
		ওয়েব ট্রাস্ট অডিট গাইডলাইন প্রণয়ন	১৫.০৪.২১	২৫.০৩.২১
৪.	ই-গভনের্ন্স প্রতিষ্ঠা	লাইসেন্স প্রাপ্ত সিএসমূহের অফিস ও স্থাপনা পরিদর্শন	৬	৬
		'মুজিব বর্ষ' উপলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে ৮ম থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের গুরুত্ব" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন	৩০.১১.২০	২২.১১.২০
		ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণে রোডম্যাপ প্রণয়ন	৩১.০৮.২০	২০.০৭.২০
		সিটিজেন ডাটাবেজ বাস্তবায়নের রোডম্যাপ প্রণয়ন	৩০.০৯.২০	১১.০৯.২০
৫.	দাপ্তরিক কর্মকান্ডে	এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৪	৪
		এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠান	১২	১২

ক্রমিক নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	লাক্ষমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫
	স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ	শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	৪	৪
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা/অংশীজনদের অবহিতকরণ	৪	৪
		সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	৪	৪
		তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	৪	৪
৬.	কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	ই-নথি বাস্তবায়ন	৮০	৮৫ %
		ডিজিটাল সেবা চালু করা	১৫.০২.২১	১৫.০২.২১
		সেবা সহজীকরণ	২৫.০২.২১	২২.০২.২১
		প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	৫০	৭৮.৩৫
		১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	৫	৭
		এপিএ বাস্তবায়নে প্রণোদনা প্রদান	১	১
৭.	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১০০	১০০
		বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন	১০০	১০০
		ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	৮০	৮০
		অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	৫০	৫৪.৫৪
		স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত	১৫.১২.২০	১৩.১২.২০

১৮.২ সিসিএ কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী **জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক** এমপি এর উপস্থিতিতে সিসিএ কার্যালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়।

ছবিঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ এবং সিসিএ কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রক জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী।

১৯ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২০-২০২১ সালের কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২০-২০২১ সালের কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সুশাসন বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির সভাসমূহ যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা এবং প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানি আয়োজন করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর খসড়া সংশোধনী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য অপরাধ সংক্রান্ত) তদন্ত বিধিমালার খসড়া এবং সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালার সংশোধনী প্রস্তাব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়ন বিষয়ে গোলটেবিল ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবা বক্স, তথ্য অধিকার সেবা বক্স, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সেবা বক্স এবং স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের ০১ জন কর্মকর্তা এবং ০১ জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২০-২০২১ সালের কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন এর স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন

ক্রমকি নং	কার্যক্রমের নাম	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫
১.	নৈতিকতা কমিটির সভা	উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন) সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	৪	৪
২.	নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন) সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	১০০%	১০০%
৩.	সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা	উপ-নিয়ন্ত্রক (আইসিটি), সহকারী নিয়ন্ত্রক (আইটি সিকিউরিটি)	২	২
৪.	অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	উপ-নিয়ন্ত্রক (আইসিটি), সহকারী নিয়ন্ত্রক (আইটি সিকিউরিটি)	১০০%	১০০%
৫.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন	উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন) সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	৩০	৪৩
৬.	সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা	উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন) সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	৩০	৪৩
৭.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর খসড়া সংশোধনী প্রস্তাব প্রেরণ	উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন) সহকারী নিয়ন্ত্রক (আইন)	৩১.১২.২০	১০.০৮.২০
৮.	সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনী প্রস্তাব প্রেরণ	উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন) সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	৩১.০৩.২১	৯.০৮.২০
৯.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য অপরাধ সংক্রান্ত) তদন্ত বিধিমালার খসড়া প্রেরণ	উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন) সহকারী নিয়ন্ত্রক (আইন)	৩০.০৯.২০	০৬.০৮.২০
১০.	সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নম্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকরণ	উপ-নিয়ন্ত্রক (আইসিটি), সহকারী নিয়ন্ত্রক (ডাটাবেজ ও ওয়েব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন)	৩১.৩.২১	২৯.৩.২১

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২০-২০২১ সালের কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন এর স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫
১১.	স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবা বক্স হালনাগাদকরণ	উপ-নিয়ন্ত্রক (আইসিটি), সহকারী নিয়ন্ত্রক (ডাটাবেজ ও ওয়েব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন)	৩০.০৯.২০	৩০.০৯.২০
			৩১.১২.২০	৩১.১০.২০
			৩১.০৩.২১	০৪.০৩.২১
			৩০.০৬.২১	২৪.০৬.২১
১২.	স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবা বক্স হালনাগাদকরণ	সহকারী নিয়ন্ত্রক (আইন), সহকারী নিয়ন্ত্রক (ডাটাবেজ ও ওয়েব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন)	৩০.০৯.২০	১৫.০৭.২০
			৩১.১২.২০	১৪.১১.২০
			৩১.০৩.২১	২৯.০৩.২১
			৩০.০৬.২১	২৪.০৬.২১
১৩.	স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সেবা বক্স হালনাগাদকরণ	উপ-নিয়ন্ত্রক (আইসিটি), সহকারী নিয়ন্ত্রক (ডাটাবেজ ও ওয়েব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন)	৩০.০৯.২০	৩০.০৯.২০
			৩১.১২.২০	২৮.১২.২০
			৩১.০৩.২১	২৭.০১.২১
			৩০.০৬.২১	২৭.০৬.২১
১৪.	স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	সহকারী নিয়ন্ত্রক (আইন), সহকারী নিয়ন্ত্রক (ডাটাবেজ ও ওয়েব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন)	৩০.০৯.২০	২৯.০৯.২০
			৩১.১২.২০	২৯.১১.২০
			৩১.০৩.২১	২৫.০২.২১
			৩০.০৬.২১	২৮.০৬.২১
১৫.	উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	উপ-নিয়ন্ত্রক (আইসিটি), সহকারী নিয়ন্ত্রক (আইটি সিকিউরিটি)	৩০.০৯.২০	২৯.০৯.২০
১৬.	অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ	উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন), সহকারী নিয়ন্ত্রক (আইন)	১০০%	১০০%
১৭.	প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন/বিভাগে চলমান প্রকল্প উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা	প্রকল্প পরিচালক	৩০.০৯.২০	১৩.০৯.২০
১৮.	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ	প্রকল্প পরিদর্শন কমিটি	৪	৪
১৯.	প্রকল্প পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	প্রকল্প পরিচালক	১০০%	১০০%
২০.	পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন), সহকারী নিয়ন্ত্রক (ডাটাবেজ ও ওয়েব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন)	৩০.০৯.২০	১৩.০৯.২০
২১.	ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পাদন	উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন)	১০০%	১০০%
২২.	স্ব-স্ব সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) প্রণয়ন/ হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন	উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন), সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	৩০.০৯.২০	২০.০৯.২০
২৩.	শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন	উপ-নিয়ন্ত্রক (সকল), সহকারী নিয়ন্ত্রক (সকল)	৬	৬
২৪.	শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	উপ-নিয়ন্ত্রক (সকল), সহকারী নিয়ন্ত্রক (সকল)	১০০%	১০০%
২৫.	সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণিবিন্যাসকরণ	উপ-নিয়ন্ত্রক (সকল), সহকারী নিয়ন্ত্রক (সকল)	১০০%	১০০%

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২০-২০২১ সালের কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন এর স্ব মূল্যায়ন প্রতিবেদন

ক্রমকি নং	কার্যক্রমের নাম	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫
২৬.	শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ	উপ-নিয়ন্ত্রক (সকল), সহকারী নিয়ন্ত্রক (সকল)	১০০%	১০০%
২৭.	প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানি আয়োজন	উপ-নিয়ন্ত্রক (সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা), সহকারী নিয়ন্ত্রক	২	২
২৮.	শিষ্টাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন), সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	২০	২২
২৯.	"মুজিব বর্ষ" উপলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে ৮ম-স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন	উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন), সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	৩১.১২.২০	২২.১১.২০
৩০.	ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়ন বিষয়ক রোডম্যাপ প্রণয়ন	উপ-নিয়ন্ত্রক (আইসিটি), সহকারী নিয়ন্ত্রক (আইটি সিকিউরিটি)	৩০.০৯.২০	২০.০৭.২০
৩১.	ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়ন বিষয়ে গোলটেবিল ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন	উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন), সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	৩০.০৯.২০	১৭.০৯.২০
৩২.	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ/সেমিনার আয়োজন	উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন), সহকারী নিয়ন্ত্রক (আইন)	১	১
৩৩.	শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন), সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	৩০.৬.২১	১৮.০৫.২১
৩৪.	কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ইত্যাদি)	উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন), সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	৩১.১২.২০	২৯.০৯.২০
			৩০.৬.২১	১৭.০৬.২১
৩৫.	শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ	উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন), সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	২	২
৩৬.	দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন), সহকারী নিয়ন্ত্রক (ডাটাবেজ ও ওয়েব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন)	১০.০৮.২০	১০.৮.২০
৩৭.	নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	সহকারী নিয়ন্ত্রক (ডাটাবেজ ও ওয়েব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন)	৪	৪
৩৮.	আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন), সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	০৬.০৮.২০	০৬.৮.২০

২০ সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত রোডম্যাপ

সিসিএ কার্যালয়ের সকল কার্যক্রম পর্যালোচনান্তে এ প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে তা সমাধানের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের আওতায় একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।

সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত রোডম্যাপ

ক্রমিক নং	সময়	কার্যক্রম	প্রত্যাশিত ফল
১	২	৩	৪
১.	স্বল্প মেয়াদী (৬-১২ মাস)	• সিসিএ কার্যালয়ের প্রয়োজনের নিরিখে বিসিসি ভবনে পরিমিত স্থান বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ; • সিসিএ কার্যালয়ের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী শূণ্য পদসমূহে অবিলম্বে জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ; • সিসিএ কার্যালয়ের স্থায়ী জনবলকে পিকেআই এবং সাইবার সিকিউরিটি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান; • পিকেআই অথেন্টিকেশন, ডিজিটাল স্বাক্ষর, কোড সাইনিং প্রভৃতি বিষয়ের ওপর টিউটরিয়াল উন্নয়ন; • এপ্লিকেশন পলিসি ডকুমেন্ট এবং এপ্লিকেশন সিকিউরিটি গাইডলাইন প্রণয়ন; • থার্ড পার্টি এপ্লিকেশনের জন্য নিরাপত্তা নিরীক্ষা গাইডলাইন প্রণয়ন; • থার্ড পার্টি প্লাটফর্মে (যেমন- ওয়েবঅ্যাপ, SaaS, মোবাইল অ্যাপ প্রভৃতি) যেকোন ধরণের এপ্লিকেশন চালুর অনুশীলন প্রবর্তন; • পিকেআই অথেন্টিকেশন এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরের জন্য সিএ, রুট সিএ সংযুক্ত করে SDK উন্নয়ন; • থার্ড পার্টি এপ্লিকেশনকে ওয়েবট্রাস্ট কমপ্লায়েন্স স্ট্যান্ডার্ড এর আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন; • ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য R&D সেল গঠন; • ই-সাইন বাস্তবায়নে Application Programming Interface (API) গাইডলাইন এবং সংশ্লিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন; • স্টেকহোল্ডারগণকে ত্রৈমাসিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন সিসিএ কার্যালয়ে প্রেরণে উৎসাহ প্রদান/ বাধ্যকরণ;	• সিসিএ কার্যালয়ের অবকাঠামোগত স্থানের সংকট দূর হবে এবং সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের জায়গার সংকুলান হবে; • স্থায়ী জনবল নিয়োগের ফলে সিসিএ কার্যালয়ের কার্যক্রমের গতি-বৃদ্ধি পাবে; • সিসিএ কার্যালয়ে দক্ষ টেকনিক্যাল টিম তৈরি হবে; • সকল সফটওয়্যার ডেভেলপারগণ (যেমন, সরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট কোম্পানি, ব্যাংক প্রভৃতি) পিকেআই এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এ সম্পর্কে জানতে পারবে; • এটি ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রায়োগিক ক্ষেত্র বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে; এটি ডেভেলপারদের জন্য সাইবার নিরাপত্তা চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে। যেমনঃ VAPT, লগ মনিটরিং, Vulnerability Patch Management প্রভৃতির মাধ্যমে নিরাপত্তা বজায় থাকবে; • জনগণের ব্যক্তিগত তথ্য বিকৃতি এবং হ্যাকিং এর ঝুঁকি হ্রাস করবে; • বাংলাদেশের পিকেআই এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর আন্তর্জাতিক মানের হবে; • ডংগল বেজড ডিজিটাল স্বাক্ষরের পাশাপাশি ই-সাইন চালু করা যাবে; • ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে; • ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত রোডম্যাপ

ক্রমিক নং	সময়	কার্যক্রম	প্রত্যাশিত ফল
১	২	৩	৪
		• ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারসহ এটুআই এর মুক্তপাঠ প্লাটফর্মে অনলাইন কোর্স চালুর জন্য কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণ; • ই-নথি, পাসপোর্ট, ইউনিক বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন এবং ডিজিলকার (মাইলকার) অ্যাপ্লিকেশনে ডিজিটাল স্বাক্ষর/ ই-সাইন যুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহন; • সিএদের সম্পৃক্ত করে সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য আবশ্যকীয়ভাবে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার চালুকরণ।	
২.	স্বল্প মেয়াদী (২৪ মাস/২ বছর)	• সিসিএ কার্যালয়ের স্থায়ী টেকনিক্যাল টিম গঠনের লক্ষ্যে পিকেআই এবং সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মানের কোর্স অন্তর্ভুক্তকরণ; • পিকেআই সংশ্লিষ্ট দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য সিসিএ'র কর্মকর্তাদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের প্রদানের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুতকরণ; • প্রযুক্তি বিনিময় এবং এর প্রয়োগের লক্ষ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়নে আগ্রহী প্রথম ১০ টি ই-সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান'কে সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক পিকেআই সম্বলিত নিরাপত্তা অবকাঠামোসহ বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি পরামর্শ প্রদান; • ইতোমধ্যে প্রণীত গাইডলাইনের ভিত্তিতে VAPT, কনফিগারেশন অডিট, পলিসি অডিট সম্পন্নকরণ; • স্টেকহোল্ডারদের সিস্টেমের সমস্যা চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে অনলাইন ভিত্তিক পরামর্শ প্রদান; • স্টেকহোল্ডারগণ গাইডলাইনে বর্ণিত নির্ধারিত মান অনুসরণ করছে কিনা সে বিষয়ে তদারকি নিয়মিতকরণ; • আইটি সংক্রান্ত নিরীক্ষা কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করার জন্য	• সিসিএ কার্যালয়ের স্থায়ী দক্ষ টেকনিক্যাল টিম গড়ে উঠবে; • ১০ টি পিকেআই এনাবল প্লাটফর্ম তৈরি হবে এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রায়োগিক ক্ষেত্রের বিস্তার ঘটবে; • এটি বাংলাদেশের পিকেআই সিস্টেম এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রায়োগিক ক্ষেত্র বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে; • জনগণের ব্যক্তিগত তথ্য বিকৃতি এবং হ্যাকিং এর ঝুঁকি হ্রাস করবে; • নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক নিরীক্ষা, সাইবার নিরাপত্তার মান এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরের ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করবে; • কেন্দ্রীয়ভাবে সিএসমূহ ও ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারকারীর তথ্য এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের সঠিকতা যাচাই করা যাবে; • ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক জালিয়াতিসহ অন্যান্য সাইবার আক্রমণের ঝুঁকি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে; • ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত রোডম্যাপ

ক্রমিক নং	সময়	কার্যক্রম	প্রত্যাশিত ফল
১	২	৩	৪
		• প্রয়োজনীয় সংখ্যক অডিটর নিয়োগকরণ; • সিসিএ কার্যালয় অডিটর এর সাথে সমন্বয় করে প্রতিবছর সিএ কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং এবং এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রুটিন কার্যক্রম নির্ধারণ; • ই-সার্ভিসসমূহে সিসিএ গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক পিকেআই সিস্টেম সংযুক্তকরণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ; • সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ উন্নয়ন; • সার্টিফাইং অথরিটিসমূহকে সম্পৃক্ত করে সাইবার ইনসিডেন্ট সংক্রান্ত তদারকি ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য "সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন; • ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারসহ এটুআই এর মুক্তপাঠ প্লাটফর্মে অনলাইন কোর্স চালুকরণ।	
৩.	দীর্ঘ মেয়াদী (৬০ মাস/ ৫ বছর)	• সিসিএ কার্যালয়ের জন্য ১৫ তলা বিশিষ্ট নিজস্ব ভবন নির্মাণ; • পিকেআই সংশ্লিষ্ট দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য সিসিএ'র কর্মকর্তাদের দেশে-বিদেশে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান; • সিসিএ কার্যালয় অডিটর এর সাথে সমন্বয় করে সিএ কার্যক্রমের ফি বছর মনিটরিং নিয়মিতকরণ; • পিকেআই সংশ্লিষ্ট গাইডলাইন ও ডকুমেন্ট প্রণয়ন ও যুগোপযোগীকরণ; • ই-সার্ভিসসমূহে সিসিএ গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক পিকেআই সিস্টেম সংযুক্তকরণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবা প্রদান; • পিকেআই সিস্টেম অথবা ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য আইন/নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন;	• সিসিএ কার্যালয়ের অবকাঠামোগত স্থান সংকট স্থায়ীভাবে দূর হবে; • সিসিএ কার্যালয়ের স্থায়ী দক্ষ টেকনিক্যাল টিম গড়ে উঠবে; • ৩০ টি বা ততোধিক পিকেআই এনাবল প্লাটফর্ম তৈরি হবে এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রায়োগিক ক্ষেত্রের বিস্তার ঘটবে; • এটি বাংলাদেশের পিকেআই সিস্টেম এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রায়োগিক ক্ষেত্র বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে; • জনগণের ব্যক্তিগত তথ্য বিকৃতি এবং হ্যাকিং এর ঝুঁকি হ্রাস করবে; • নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক নিরীক্ষা সাইবার নিরাপত্তার মান এবং ডিজিটাল

সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত রোডম্যাপ

ক্রমিক নং	সময়	কার্যক্রম	প্রত্যাশিত ফল
১	২	৩	৪
		• পিকেআই সিস্টেমে আরো ১০ থেকে ২০ টি প্লাটফর্ম যুক্ত করার জন্য আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ; • বাংলাদেশের রুট সিএ সার্টিফিকেটকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পরিচিত করার জন্য বিভিন্ন থার্ড পার্টির ব্রাউজার/অ্যাপ্লিকেশনের ডিরেক্টরিতে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ; • ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারসহ এটুআই এর মুক্তপাঠ প্লাটফর্মে অনলাইন কোর্স চালুকরণ।	• স্বাক্ষরের ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করবে; • পর্যায়ক্রমে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত প্লাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত হতে আগ্রহী হবে যার ফলে সারাদেশে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষর এবং পিকেআই সলিউশন এর প্রচলন হবে; • ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

২১ ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি

২১.১ ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির মূখ্য উদ্দেশ্য

• ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি হবে দেশের সকল নাগরিকের পরিচিতির (Identity) একমাত্র কেন্দ্রস্থল।

• দেশের সকল নাগরিকের একটি একক, গোপনীয়, নিরাপদ ও অথেনটিক পরিচিতি নিশ্চিতকরণ।

• ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেজের সাথে বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের Incompatible Network Communication সিস্টেম চালুকরণ।

• উল্লেখিত লক্ষ্য অর্জনে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির আওতায় একটি বিশাল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সংরক্ষণাধার তৈরি।

২১.২ ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির গৌণ উদ্দেশ্য

সময়ের ধারাবাহিকতায় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা যেমন, ভূমি ব্যবস্থাপনা, দলিল নিবন্ধন, কোম্পানী নিবন্ধন, ব্যাংকিং কার্যক্রম, মোবাইল ব্যাংকিং, আয়কর, পাসপোর্ট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও সেবাখাতসহ সকল অনলাইন কার্যক্রমে নাগরিকের পরিচিতি নিশ্চিত করা এবং সকল প্রকার জালিয়াতি ও প্রতারণা রোধ করার মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

২১.৩ ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি প্রতিষ্ঠার আইনগত ভিত্তি

• তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ অনুসারে কম্পিউটারজাত উপাত্ত ভান্ডার সংরক্ষণ কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ (সিসিএ) এর কার্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত আইনের ধারা ৫, ৬, ৮, ৯, ১৯, ২১, ৪৭ ও ৮৮ এর বিধান সিসিএ কে সিটিজেন ডাটাবেজ এর সংরক্ষণ, তদারকি ও ব্যবহারের আইনগত বৈধতা প্রদান করে।

• আইনের ধারা ১৯ (ড) অনুসারে কম্পিউটারজাত উপাত্ত সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। সে বিবেচনায় সিটিজেন ডাটাবেজের কার্যক্রম সিসিএ কার্যালয়ের উপর অর্পিত হয়।

• তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনায় সময়ের ধারাবাহিকতায় সিটিজেন ডাটাবেজকে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি হিসেবে নামকরণ করা হয়।

২১.৪ ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির ভবিষ্যত কর্মপরিধি

- ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির আওতায় (০-১৭) বছর বয়সী নাগরিকদের একটি নির্ভুল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেজ তৈরি।
- সরকারী নির্দেশনা সাপেক্ষে ১৮ বছর বা তদূর্দ্ধ বয়সী নাগরিকদের একটি নির্ভুল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেজ তৈরি।
- ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি হবে দেশের সকল নাগরিকদের একমাত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নির্ভুল তথ্যের সংরক্ষণাধার।

২১.৫ সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

- **জনবল অনুমোদন ঃ** প্রয়োজনীয় সংখ্যক চাহিত জনবল কাঠামো সচিব কমিটি কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে যা পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- **বিসিসির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ঃ** নির্বাচন কমিশনের NID ডাটাবেজ ব্যবহার করে পরিচয় অ্যাপস এর সেবা প্রদান কার্যক্রম শুরু করার জন্য সিসিএ কার্যালয় এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়।
- **আইন সংশোধন ঃ** সিটিজেন ডাটাবেজ কার্যক্রম পুরোপুরি চালুর লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর প্রাসঙ্গিক আইনের সংশোধনীর জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- **যাচাইকারী কর্তৃপক্ষের শ্রেণিবিন্যাস ও যোগ্যতা নির্ধারণ ঃ** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর সংশোধন ও বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত পরিচয় গেটওয়ের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয় পত্র যাচাইকারী কর্তৃপক্ষ (Verifying Authority) হিসেবে লাইসেন্স প্রাপ্তির শ্রেণিবিন্যাস ও যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- **যাচাইকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন ফরমের নমুনা প্রস্তুতকরণ ঃ** যাচাইকারী কর্তৃপক্ষ (Verifying Authority) হিসেবে লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন ফরমের নমুনা প্রস্তুতকরতঃ তা অনুমোদনের জন্য বিগত ২৩ জুলাই, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

২১.৬ ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির বাস্তবায়নের রোডম্যাপ

২১.৬.১ প্রশাসনিক রোডম্যাপ

ক্রম	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নকারী	অগ্রাধিকার
১.	অনুমোদিত জনবল কাঠামোর সকল আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্নকরণ।	সিসিএ	উচ্চ
২.	ইউনিক আইন্টিফিকেশন এজেন্সি এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থান বরাদ্দের কার্যক্রম গ্রহণ।	সিসিএ/UIA	উচ্চ
৩.	ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির জনবল পদায়নের লক্ষ্যে (নিয়োগ/পদায়ন) কার্যক্রম গ্রহণ।	সিসিএ/UIA	উচ্চ
৪.	ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি এর প্রয়োজনীয় বাজেট সংস্থান/বরাদ্দ এর জন্য দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ।	সিসিএ/UIA	উচ্চ
৫.	বাজেটের সংস্থান সাপেক্ষে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির প্রয়োজনীয় প্রাথমিক লজিস্টিক সাপোর্ট নির্ধারণ ও প্রয়োজনে ক্রয়।	সিসিএ/UIA	উচ্চ
৬.	ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ে কার্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ।	সিসিএ/UIA	নিম্ন

২১.৬.২ টেকনিক্যাল রোডম্যাপ

ক্রঃ	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নকারী	অগ্রাধিকার
১.	ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি (UIA) ধারণাটি যেহেতু এদেশে নতুন সে বিবেচনায় বিশেষজ্ঞ সদস্যদের (Expert member) সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক ও টেকনিক্যাল সাপোর্ট কমিটি গঠন।	সিসিএ/সিএ	উচ্চ
২.	ইতোপূর্বে বিসিসিএর সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের (MoU) এর প্রেক্ষিতে Identity Verification এর লক্ষ্যে ইঈঈ এর সাথে Technical Support সংক্রান্ত বিষয়টি আলাপ-আলোচনা ও চূড়ান্তকরণ;	সিসিএ/UIA	উচ্চ
৩.	বিসিসির তথ্য ভাণ্ডারে সংরক্ষিত তথ্যাদিতে পরিচয় গেটওয়ের মাধ্যমে সিসিএ API এর মাধ্যমে বিসিসির NEA বাসের সাহায্যে Identity Verification বা পরিচিতি যাচাই।	সিসিএ/UIA	উচ্চ
৪.	সম্ভাব্যতা যাচাই বা Feasibility study- ক) ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির যুগোপযোগী কার্যপরিধি নির্ধারণ; খ) ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি (UIA) এর ওয়ার্কওয়ে এবং Architecture Design প্রণয়ন; গ) ডিজিটাল স্বাক্ষর সংযুক্তকরণের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ; ঘ) বায়োমেট্রিক (Biometric) পদ্ধতির ব্যবহার অন্তর্ভুক্তকরণ; ঙ) সময়ের ধারাবাহিকতায় আইন ও বিধির পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন; চ) টেকনিক্যাল know-how সম্পর্কে জানা; ছ) কাজের নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচনের সাথে সাথে সময়োপযোগী পলিসি অন্তর্ভুক্তকরণ।	সিসিএ/UIA	মধ্যম
৫.	ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সি কর্তৃক যাচাইকারী কর্তৃপক্ষকে লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ;	সিসিএ/UIA	মধ্যম
৬.	অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে বিদেশ সফর করে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন;	সিসিএ/UIA	নিম্ন
৭.	বিশাল কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ।	সিসিএ/UIA	উচ্চ
৮.	ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেজের সাথে বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের Incompatible Network Communication সিস্টেম চালুকরণ;	সিসিএ/UIA	উচ্চ
৯.	চলমান গবেষণার উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ।	সিসিএ/UIA	মধ্যম

২১.৭ ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন এজেন্সির কার্যক্রম চালুকরণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

- প্রয়োজনীয় বাজেট সংস্থান।
- প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল জনবল এর ঘাটতি।
- কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাব।

২২ সিসিএ কার্যালয়ের উত্তম চর্চাসমূহ

২২.১ অনলাইনে ছুটি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালুকরণ

সমস্যা: অপরাপর অন্যান্য সরকারি দপ্তরের মতো সিসিএ কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী কাগজে লিখিতভাবে ছুটির আবেদন করে। আবেদন মঞ্জুর করার জন্য আবেদনকারী সিনিয়র কর্মকর্তার ডেস্কে গিয়ে সুপারিশ গ্রহণ করে অনুমোদনকারীর নিকট পেশ করে এবং আবেদন মঞ্জুর বা বাতিল হয়। ছুটিকালীন দায়িত্ব ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে খুঁজে বের করতে হয়। ছুটির হিসাব সংগ্রহ করতে হয়রানির শিকার হতে হয় এবং অনেক বেশি সময় লাগে।

সমাধান:

ক) ছুটি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।

খ) ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে আবেদনকারী ছুটির আবেদন করে এবং অনুমোদনকারী আবেদন মঞ্জুর বা বাতিল করে।

গ) কে কখন ছুটিতে আছে তা অনলাইন ড্যাশবোর্ডে দেখা যায়।

ঘ) ছুটিকালীন দায়িত্ব দেখা যায়।

ঙ) অটোমেটিক ছুটি গণনা ও সমন্বয় করা যায়।

চ) সহজেই ছুটির হিসাব দেখা যায় ও প্রিন্ট কপি বের করা যায়।

ফলাফল: দেশের যে কোন প্রান্ত হতে সিসিএ কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অনলাইনে ছুটির আবেদন এবং মঞ্জুর করতে পারে। একই সাথে ছুটির হিসাব গণনা ও সংরক্ষণ করা হয়।

অগ্রগতি: সিসিএ কার্যালয়ে ছুটি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার ব্যবহার করে কাগজবিহীন, অনলাইনে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছুটির আবেদন করছে। উক্ত সফট্ওয়্যারটি (lms.cca.gov.bd/LMS) লিংকে পাওয়া যাবে।

২২.২ ই-সাক্ষ্য চালুকরণ

সমস্যা: সিসিএ কার্যালয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ধারা ২৯, ৭৬ ও ৮০ মোতাবেক সাইবার অপরাধ মামলাসমূহের তদন্ত করে। সাইবার ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রেরিত রায়সমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের অভাবে অনেক আসামী খালাস পেয়ে যায়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর আওতায় অভিযোগকারী ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া, ই-মেইলসহ বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যমে ভূয়া/মিথ্যা তথ্য প্রচারের বিষয়ে সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করে। পরবর্তীতে বেশির ভাগ সময়ে অভিযোগ যাচাই এর সময় দেখা যায় অনলাইনে উক্ত প্রমাণাদি নেই। অভিযুক্ত ব্যক্তি অনলাইনে উক্ত প্রমাণাদি মুছে দেয়। ফলে উক্ত অভিযোগ সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করা সম্ভব হয় না।

সমাধান:

ক) ই-সাক্ষ্য সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।

খ) অ্যাপস এবং ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে অভিযোগকারী সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণাদি (টেক্সট, ছবি, অডিও, ভিডিও) তাৎক্ষণিকভাবে ধারণ করে এবং একই সাথে প্রেরণ ও সংরক্ষণ করে।

গ) উক্ত তথ্য প্রমাণাদি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়ে সিসিএ কার্যালয়ের সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে যা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর আওতায় অভিযুক্ত সাইবার অপরাধ মামলাসমূহের তদন্তের স্বার্থে ব্যবহার করা যায়।

ঘ) তদন্ত সংস্থা ও সাইবার ট্রাইব্যুনাল এ পদ্ধতি ব্যবহার করে অভিযোগ সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে বিচারকার্য পরিচালনা করে।

ফলাফল: পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত হতে সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত সকল অভিযোগ প্রমাণাদিসহ তাৎক্ষণিক অভিযোগ করতে পারে এবং উক্ত মামলাসমূহ তদন্তের স্বার্থে উক্ত প্রমাণাদি ব্যবহার করা হয়। অভিযোগকারীর হয়রানি কমেছে। সুষ্ঠু মামলা তদন্তে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

অগ্রগতি: ই-সাক্ষ্য সফটওয়্যারটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর জাতীয় ডাটা সেন্টারে হোস্টিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২২.৩ সিসিএ অফিসের ইনফো মেইল (info@cca.gov.bd) এবং ফেসবুক পেইজ (Controller of Certifying Authorities-CCA) এবং মতামত বক্সের মাধ্যমে সাইবার অপরাধসহ বিভিন্ন বিষয়ের সেবা দান

সমস্যা: প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সাথে মানুষের সামগ্রিক কর্মকান্ড যেমন গতি বৃদ্ধি হয়েছে একই সাথে সাইবার অপরাধের মানুষের হয়রানি বাড়ছে। নিরাপদ সাইবার জগতে বিচরণ এখন একটি সময়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে হয়রানির অন্যতম টার্গেট। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের হয়রানি এখন একটি অত্যন্ত পরিচিত শব্দ। প্রযুক্তিগত বিষয়বস্তুর সাথে স্বল্প পরিচিতি বা পরিচিতি না থাকার কারণে তাদের বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজনসহ অন্যান্য পরিচিতজন তাদের সাহায্যে করতে পারেনা এবং তারা নানামুখী সমস্যায় পড়ে। ফলে একদিকে তারা হয়রানির ঝুঁকিতে থাকে অপরদিকে প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় মাধ্যম খুঁজে পায় না। ফলে সাইবার অপরাধীরা অত্যন্ত সুকৌশলে তাদের হয়রানি কার্যক্রম দ্বারা সর্বসাধারণের সাইবার জগতে বিচরণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে চলেছে।

সমাধান: সাইবার হয়রানির শিকার যে কেউ ইনফো মেইল এবং এই অফিসের ফেসবুক পেইজের মাধ্যমে তার হয়রানির বিষয়ে অবহিত করতে পারছেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ করণীয় সম্পর্কে জানতে পারছেন। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি সাইবার অপরাধের শিকার হয় তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে ইনফো মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করতে পারছেন তা আমলযোগ্য হলে আমলে নেয়া হচ্ছে। এর ফলে একদিকে সময় ও শ্রমের অপচয় কমছে এবং ব্যক্তিগত হাজির না হয়েও অভিযোগ দায়ের করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

ফলাফল:

ক) হয়রানীসহ অর্থ ও সময়ের অপচয় রোধ এবং স্বল্প সময়ে জনগণের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

খ) সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে হাজির না হয়েও মামলা আকারে সাইবার ট্রাইবুনালে অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ হচ্ছে।

অগ্রগতি: সিসিএ অফিসের ইনফো মেইলের মাধ্যমে আবেদনকারীর প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়। ফেজবুক পেইজের মাধ্যমেও প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়। মতামত বক্সে মতামত ফরম জমা হয়।

২২.৪ হ্যাকিং এর শিকার হলে ফেসবুক একাউন্ট উদ্ধার ও নিরাপদে ফেসবুক ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা

সমস্যা: সিসিএ কার্যালয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উক্ত আইন অনুযায়ী নিরাপত্তার সাথে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরী করাও এ কার্যালয়ের অন্যতম কার্যক্রম। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যায় যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেকেই হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এসকল হয়রানি যেমন, হ্যাকিং, প্রতারণামূলক বা ভূয়া ফেসবুক একাউন্ট খোলা, গুজব রটানো, অশ্লীলতা প্রভৃতির মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। অনেক ক্ষেত্রে নানা ধরনের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমাধান:

ক) এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

খ) ফেসবুক একাউন্ট হ্যাক হলে কিভাবে তা ফেসবুক কর্তৃপক্ষকে তা জানানো যায় তার উপায়।

গ) হ্যাককৃত ফেসবুক একাউন্ট পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া।

ঘ) ফেসবুক একাউন্ট সুরক্ষিত রাখার প্রক্রিয়া।

ঙ) নিরাপত্তা টিপস।

চ) প্রতারণামূলকভাবে সৃষ্ট ফেসবুক একাউন্ট এর বিরুদ্ধে রিপোর্টিং প্রক্রিয়া।

জ) ভূয়া ফেসবুক একাউন্ট এর বিরুদ্ধে রিপোর্টিং প্রক্রিয়া।

ফলাফল:

১। হ্যাকিং এর শিকার হলে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত ফেসবুক একাউন্ট পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে।

২। ভূয়া ও প্রতারণামূলকভাবে তৈরী ফেসবুক একাউন্ট এর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৩। নিরাপত্তা টিপসের মাধ্যমে নিরাপদ ব্যবহারযোগ্য ফেসবুক ব্যবহার হচ্ছে।

প্রমাণকঃ নির্দেশিকাটি সিসিএ কার্যালয়ের ওয়েবসাইট (www.cca.gov.bd) এর গুরুত্বপূর্ণ লিংকে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ ট্যাবে পাওয়া যাবে।

২২.৫ "ডিজিটাল নিরাপত্তায় ও সচেতনতা" শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন ও কর্মশালা আয়োজন

সমস্যা: কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত ডিভাইসের মাধ্যমে নানা ধরণের ডিজিটাল অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। আধুনিক টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক, যেমন ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোন ব্যবহার করে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মানহানী কিংবা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি সাধন করার মাধ্যমে এ সকল অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। ব্যক্তি বা কম্পিউটার নিজেই উক্ত অপরাধের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে। এ ধরণের অপরাধ ব্যক্তি থেকে শুরু করে জাতীয় নিরাপত্তা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য হুমকি হয়ে উঠছে। এছাড়াও আইনগতভাবে বা আইন বহির্ভূতভাবে বিশেষ তথ্যসমূহ বাধাপ্রাপ্ত বা প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়ে এসব অপরাধ অনেক বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

সমাধান:

ক) "ডিজিটাল নিরাপত্তা ও সচেতনতা" বিষয়ক পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।
খ) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অষ্টম-দশম শ্রেণির ১০,০০০ জন ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
গ) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অষ্টম-দশম শ্রেণির ৫,০১৩ জন ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
ঘ) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অষ্টম-দশম শ্রেণির ২০,৩৯৪ জন ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
ঙ) ২০১৯-২০ অর্থবছরে অষ্টম-দশম শ্রেণির ১০,০০০ জন ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
চ) ২০২০-২১ অর্থবছরে অষ্টম-দশম শ্রেণির ২৭,৩৮০ জন ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ফলাফল:

ক) ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে অবগত হয়েছে।
খ) ইন্টারনেট ব্যবহারের নেতিবাচক দিকসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।
গ) সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইন্টারনেটে নির্যাতনের হার হ্রাস করা হচ্ছে।
ঘ) ডিজিটাল স্বাক্ষর সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে।
ঙ) অনলাইনে নির্যাতন/হয়রানির শিকার হলে আইনী প্রতিকার সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

অগ্রগতি: সারাদেশে এ পর্যন্ত ৮ম-১০ম শ্রেণির মোট ৭২,৭৮৭ জন ছাত্রীকে নিয়ে "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে।

২২.৬ "কন্যা কথা" ওয়েবসাইট

সমস্যা: কন্ট্রোলার অব সার্টিফায়িং অথরিটি (সিসিএ)- এর কার্যালয় হতে কিশোরী মেয়েদের সাইবার অপরাধ বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৭ সাল হতে একটি কার্যক্রম পারিচালিত হলেও ২০২০-এ এসে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে এ কার্যক্রমটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সিসিএ কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মশালার মাধ্যমে কিশোরী মেয়েদের সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন করে তোলার কার্যক্রমটির বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া উক্ত করোনাকালীন সময়ে অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণসহ ইন্টারনেটে বেশি সময় কাটানোর কারণে স্কুলের কিশোরী মেয়েদের সাইবার অপরাধে আক্রান্ত হবার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল।

সমাধান: বৈশ্বিক কোভিড পরিস্থিতির কারণে কন্ট্রোলার অব সার্টিফায়িং অথরিটিজ এর কার্যালয় হতে কিশোরী মেয়েদের সাইবার অপরাধ বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্য নিয়ে সারাদেশে "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক ওয়েবিনারের মাধ্যমে কিশোরী মেয়েদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের সকল রেকর্ডিং, প্রশ্নোত্তর পর্ব, টিউটোরিয়াল, ই-বুকসহ সব ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল সমন্বয় করে "কন্যা কথা" নামে ওয়েবসাইটটি চালু করা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটের জেলা এম্বাসেডরদের সহায়তায় এবং অনলাইন অভিযোগ/ পরামর্শ ফর্ম ব্যবহার করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা সরাসরি সিসিএ কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়াও ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে দেশের বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারের রেকর্ডিং থেকে কিশোরী বয়সের মেয়েরা যেকোন সময় সাইবার অপরাধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছে।

ফলাফল: কিশোর বয়সের নারী শিক্ষার্থীরা এই ওয়েবসাইট হতে "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক প্রশিক্ষণের সকল রেকর্ডিং, প্রশ্নোত্তর পর্ব, টিউটোরিয়াল এবং ই-বুক বিনামূল্যে স্ট্রাডি করতে পারছে। ওয়েবসাইটের জেলা এম্বাসেডরদের সহায়তায় এবং অনলাইন অভিযোগ/পরামর্শ ফর্ম ব্যবহার করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা সরাসরি সিসিএ কার্যালয়ের সাথে

যোগাযোগ করার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে কিশোরী বয়সের এসকল মেয়েরা সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে পারছে বিধায় তাদের মধ্যে সাইবার অপরাধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অগ্রগতি: প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উক্ত পোর্টালের ভিউয়ারের সংখ্যা ইতোমধ্যে ১০ হাজার অতিক্রম করেছে। এছাড়া ১৬০ জনের অধিক কিশোরী শিক্ষার্থী উক্ত পোর্টালে সদস্য হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছে।

২৩ উদ্ভাবনে সিসিএ কার্যালয়

২৩.১ সিসিএ কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ইনোভেশন কার্যক্রম

ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত বিষয়	বাস্তবায়নকাল		প্রত্যাশিত ফলাফল
		শুরু	শেষ	
১.	সিএ লাইসেন্স ডিস্ট্রিবউশন সফটওয়্যার	জুলাই ২০২০	জানুয়ারি ২০২১	অনলাইনে গ্রাহক সিএ লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। আইন ও বিধি মোতাবেক অনলাইনে আবেদন যাচাই বাছাই করা হবে। আবেদন মঞ্জুর বা বাতিল হলে গ্রাহক নোটিফিকেশন পাবে। অনলাইনে লাইসেন্স, ইস্যু বা বাতিল করা যাবে।
২.	কন্যা কথা ওয়েবসাইট	মার্চ ২০২১	এপ্রিল ২০২১	স্কুলগামী কিশোরী শিক্ষার্থীদের সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার জন্য আয়োজিত ওয়েবিনারের ছবি, ভিডিও, ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল ও অন্যান্য কন্টেন্ট নিয়মিত আপলোড করা হবে। কিশোরী মেয়েদের জন্য নিরাপদ সাইবার স্পেস নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২৪ পুরস্কার/সম্মাননা

২৪.১ ইনোভেশন শোকেসিং প্রতিযোগিতায় পুরস্কার অর্জন

'কন্যাকথা" এই উদ্ভাবনটির জন্য সিসিএ কার্যালয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের 'Innovation Showcasing' প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান অধিকার করে। এছাড়াও "কন্যাকথা" উদ্ভাবনী ধারণাটির জন্য সিসিএ কার্যালয়ের ইনোভেশন অফিসার এবং উপ-নিয়ন্ত্রক (সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা) জনাব হাসিনা বেগম শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবকের পুরস্কার অর্জন করেন।

ছবিঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের 'Innovation Showcasing' প্রতিযোগিতায় সিসিএ কার্যালয়ের ইনোভেশন টিম কর্তৃক পুরস্কার গ্রহণ

২৫ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)

২৫.১ সিসিএ কার্যালয় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট

বিবরণ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ব্যয়	ব্যয়ের হার
অনুন্নয়ন	৪৫২.৬৫	২৯২.৫৫	৬৫.০০%
উন্নয়ন	৭৫৭.০০ (ছাড়- ৬৩৪.৪১)	৬৩৪.৪১	১০০% (ছাড়কৃত অর্থের)

২৬ প্রকল্প/কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য

২৬.১ চলমান প্রকল্প

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরে সিসিএ কার্যালয়ে সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন ও নিরাপত্তা বিধান নামে একটি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২৬.২ সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ প্রকল্প

ভবিষ্যতে সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে, যেমন:

- মোবাইল পিকেআই সিস্টেম বাস্তবায়ন প্রকল্প;
- ই-স্ট্যাম্পিং বাস্তবায়ন প্রকল্প;
- বাংলাদেশের নিজস্ব নিরাপদ সার্চ ইঞ্জিন ও ব্রাউজার উন্নয়ন প্রকল্প;
- ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটসমূহের জন্য কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাধার নির্মাণ প্রকল্প;
- ই-সেবাসমূহে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবস্থা সংযুক্তকরণ প্রকল্প;
- সিসিএ-এর প্রধান কার্যালয় ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প;
- সিসিএ-এর বিভাগীয় কার্যালয় ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প;
- রুট সিএ সিস্টেমের মানোন্নয়ন প্রকল্প (পর্যায় -২);
- সকল ই-সার্ভিসে সিটিজেন ডাটাবেজের প্রক্রিয়া সহজীকরণ প্রকল্প।

২৭ সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান প্রকল্প

২৭.১ প্রকল্প পরিচিতি

পরিকল্পনা কমিশন এর আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের ২৩ মে, ২০১৯ তারিখের ২০.০২.০০০০.০২৩.১৪.০১৭.২০১৮১১৩ নং পত্রের মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয়ে "সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান" শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল ১লা জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২৩।

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী		
নাম	সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান" (Establishment of CA Monitoring System and Security in the Office of the Controller of Certifying Authorities)	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৯ - ৩০ জুন ২০২৩ (১ম সংশোধিত)	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
	জিওবি	৫৬৭৫.৯২
	বৈদেশিক সাহায্য	-
	মোট	৫৬৭৫.৯২

২৭.২ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সার্টিফাইং অথরিটিসমূহকে সম্পৃক্ত করে সাইবার ইনসিডেন্ট সংক্রান্ত তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন সাইবার টেকনিক্যাল টিমের সক্ষমতা তৈরিকরণ।
- সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ থামানো এবং ঝুঁকি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা।
- সার্টিফাইং অথরিটির আওতাধীন সিস্টেমসমূহ ও জনগনকে সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ বিষয়ে সচেতন করা।
- সিসিএ কার্যালয়ের পিকেআই অবকাঠামোকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাধার এর অবকাঠামো তৈরি।
- ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের বাস্তব প্রয়োগের নিমিত্তে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর উন্নয়ন সংক্রান্ত R & D ল্যাব স্থাপন।
- প্রযুক্তিগত ধারণার সমন্বয় ও সংযোগ স্থাপন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পিকেআই ফোরামের সদস্য প্রাপ্তির জন্য আন্তর্জাতিক ব্রাউজার ফোরামের স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে ওয়েব ট্রাস্ট সীল ও স্বীকৃতি অর্জন।

২৭.৩ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রকল্প কার্যালয়ে জনবল নিয়োগ, আসবাবপত্র ক্রয় এবং যানবাহন ক্রয় করা;
- হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয়, স্থাপন এবং সিস্টেম চালু করা;
- ওয়েব ট্রাস্ট অডিট ও রুট সিএ কনফিগারেশন এর জন্য পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া;
- জাতীয় পর্যায়ে ৩টি সেমিনার আয়োজন করা;
- সাইবার ঝুঁকি প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরির জন্য ১২০ ইউনিট স্থানীয় প্রশিক্ষণ এবং কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৩০ ইউনিট বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

২৭.৪ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে।
- অফিস আইটি সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার (SOC) সেন্টার এবং সিসিএ কার্যালয়ে নেটওয়ার্ক ডিভাইস স্থাপন করা হয়েছে এবং ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

২৮ সিটিজেনস চার্টার

২৮.১ ভিশন ও মিশন

ভিশনঃ নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ।

মিশনঃ ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রবর্তনের মাধ্যমে নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং সাইবার অপরাধ দূরীকরণে জাতীয় ও আঞ্চলিক যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা।

২৮.২ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

২৮.৩ নাগরিক সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	সাইবার মামলার তদন্ত	তদন্ত রিপোর্ট প্রদান	সাইবার ট্রাইব্যুনাল	কোর্ট ফি	ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত	জনাব হাসিনা বেগম উপ-নিয়ন্ত্রক (সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা) ফোন: ফোন: +৮৮-০২-৮১৮১৭০৯ ই-মেইল: hasina@cca.gov.bd
২.	ডিজিটাল ফরেনসিক রিপোর্ট	ল্যাব রিপোর্ট	www.cca.gov.bd	বিনামূল্যে	সাইবার ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত	জনাব মনিরা খাতুন তদন্ত কর্মকর্তা (ইমার্জেন্সী রেসপন্স) ফোন: ০১৭৪৫৭৩৯৮ ই-মেইল: monira.khatun@cca.gov.bd
৩.	সাইবার হয়রানির ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান	ই-মেইল, টেলিফোন অথবা স্ব-শরীরে	সিসিএ কার্যালয় ও www.cca.gov.bd	বিনামূল্যে	৩ কার্য দিবস	জনাব মোঃ খালেদ হোসেন চৌধুরী আইন কর্মকর্তা (আইন) ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৮২৯ ই-মেইল: khaled.hossain@cca.gov.bd
৪.	কম্পিউটার ইনসিডেন্স রেসপন্স টিম এর মাধ্যমে সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহে ও ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংঘটিত সাইবার অপরাধের উৎস চিহ্নিতকরণ এবং তথ্য উদঘাটন	পরিদর্শন/ পর্যবেক্ষণ ও জব্দকরণ	সিসিএ কার্যালয়	বিনামূল্যে	১৪ (চৌদ্দ) কর্ম দিবস	জনাব মোঃ খালেদ হোসেন চৌধুরী আইন কর্মকর্তা (আইন) ও সহকারী নিয়ন্ত্রক (সাইবার নিরাপত্তা ও সমন্বয়) ফোন: +৮৮-০২-৫৫০০৬৮২৯ khaled.hossain@cca.gov.bd

২৮.৩ নাগরিক সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৫.	সিসিএ কার্যালয়ের সকল তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে হালনাগাদকরণ	ওয়েবসাইট	সিসিএ কার্যালয়ের ওয়েবসাইট	বিনামূল্যে	৩ (তিন) কর্ম দিবস	কাজী শোয়েব মোহাম্মদ সহকারী প্রোগ্রামার (ডাটাবেজ ও ওয়েব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন মোবাইল: ০১৮১৪ ৯৭৬০০১ ই-মেইল: kazi.shoaib@cca.gov.bd

২৮.৩.১ প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	সিএ লাইসেন্স প্রদান	পত্র মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদান এবং সিডি/ ডিভাইসের মাধ্যমে ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রদান	সিসিএ কার্যালয়	সিএ বিধিমালা ২০১০ এবং সরকারী পরিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্য	০৬ (ছয়) সপ্তাহ	জনাব হাসিনা বেগম উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন) ফোন: +৮৮-০২-৮১৮১৭০৯ ই-মেইল: hasina@cca.gov.bd
২.	সিএ লাইসেন্স বাতিল/ স্থগিত বিষয়ক কার্যক্রম	পত্র মাধ্যম	সিসিএ কার্যালয়	বিনামূল্যে	৬০(ষাট) দিন	জনাব সুব্রত কুমার রায় উপ-নিয়ন্ত্রক (আইসিটি) ফোন: +৮৮-০২-৫৫০০৬৪৬৪ ইমেইলঃ subroto.ray@cca.gov.bd

২৮.৩.১ প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৩.	সিএ অডিটর নিয়োগ ও সিএ অডিট কার্যক্রম	নিয়োগপত্র প্রদান	সিসিএ কার্যালয়	টেন্ডারের মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ এবং সার্টিফাইং অথোরিটি (সিএ) কর্তৃক প্রকৃত অডিট কাজের উপর ভিত্তি করে মূল্য পরিশোধ	৬০ (ষাট) কর্ম দিবস	জনাব নাজনীন আক্তার সহকারী প্রকৌশলী (আইটি সিকিউরিটি) ফোন: +৮৮-০২-৫৫০০৬৮৩১ ইমেইলঃnaznin.akhtar@cca.gov.bd
৪.	সিএ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রযুক্তিগত কার্যক্রম	ডিজিটাল স্বাক্ষর ইন্টার অপারেবিলিটি নির্দেশিকা, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ রুট সিএ সার্টিফিকেশন অনুশীলন বিবৃতি, ২০১৩ অনুযায়ী	সিসিএ কার্যালয়	সিএ লাইসেন্স প্রদানের শুরুতে এককালীন মূল্য পরিশোধ	১৪ (চৌদ্দ) কর্ম দিবস	জনাব ড. নাজমা আক্তার সহকারী নিয়ন্ত্রক (আইটি সিকিউরিটি) ফোন: +৮৮-০২-৫৫০০৬৮১৮ ই-মেইল: nazma.akter@cca.gov.bd

২৮.৪ অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	ছুটি সংক্রান্ত বিষয়	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কর্ম দিবস	জনাব হাসিনা বেগম উপ-নিয়ন্ত্রক (অর্থ, প্রশাসন ও আইন) ফোন: +৮৮-০২-৮১৮১৭০৯ ই-মেইল: hasina@cca.gov.bd
২.	সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ)কর্ম দিবস	

২৮.৪ অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৩.	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	১২০ (একশত বিশ) কর্ম দিবস	
৪.	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদের স্থায়ীকরণ	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	২৫ (পঁচিশ) কর্ম দিবস	
৫.	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিসহ বিভিন্ন প্রকার কমিটিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ) কর্ম দিবস	জনাব তানজিলা মেহনাজ সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন) ফোন: +৮৮-০২-৮১৮১৭১০ ই-মেইল: tanzila.mehnaz@cca.gov.bd
৬.	বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কর্মদিবস	
৭.	পদ সৃজন সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনে সুপারিশ প্রদান	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ) কর্ম দিবস	
৮.	গৃহ নির্মাণ/গৃহ মেরামত/মোটর সাইকেল/ কম্পিউটার/ বাইসাইকেল ক্রয়ের নিমিত্ত অগ্রিম ঋণ মঞ্জুরি সংক্রান্ত বিষয়াদি	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ) কর্ম দিবস	
৯.	বাজেট কাঠামো	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমা	
১০.	দপ্তরের সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়ের জন্য দরপত্র/কোটেশন আহবান ও প্রচার	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক	
১১.	বিভিন্ন বিল পরিশোধ	পত্র মাধ্যম	সহকারী নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও প্রশাসন)	বিনামূল্যে	এজি-তে বিল উপস্থাপনের জন্য ০৭ (সাত) কর্ম দিবস	

২৮.৪.১ অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্র: নং	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	অভিযোগ নিষ্পত্তি (GRS) ফোকাল পয়েন্ট: (অনিক) পদবীঃ উপ-নিয়ন্ত্রক (আইসিটি) ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৪৬৪ ই-মেইল: subroto.ray@cca.gov.bd ওয়েবঃ www.cca.gov.bd	৩০ কার্যদিবস
২.	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	আপিল কর্মকর্তা	আপিল কর্মকর্তা: পদবীঃ নিয়ন্ত্রক, সিসিএ কার্যালয় ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৮১৯ ই-মেইল: abu.sayeed@cca.gov.bd ওয়েবঃ www.cca.gov.bd	২০ কার্যদিবস
৩.	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৬০ কার্যদিবস

২৮.৫ আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা

ক্রমিক নং	প্রতিশ্রুতি/কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১.	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান
২.	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ করা
৩.	ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে অনলাইনে আপনার তথ্য ও লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন
৪.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল মেসেজ/ ই-মেইলের নির্দেশনা অনুসরণ করা
৫.	সাক্ষাতের জন্য ধার্য তারিখে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা
৬.	অনাবশ্যক ফোন/ তদবির না করা।

২৯ ডিজিটাল স্বাক্ষর: অনলাইন কার্যক্রমে নিরাপদ থাকার বিশ্ব স্বীকৃত পন্থা

করোনা ভাইরাসের কারণে বৈশ্বিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও অনলাইন কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে ই-স্বাস্থ্য, ই-শিক্ষা, ডিজিটাল লেনদেন, ই-কমার্স ও অনলাইন লেনদেন, অনলাইন আবেদন, মোবাইল অ্যাপসহ ওয়েবসাইট ও পোর্টাল ব্যবহার, অনলাইনে অফিস কার্যক্রমসহ বিভিন্ন ধরনের ই-সেবার ব্যবহার লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এসব অনলাইন কার্যক্রম ও ই-সেবাসমূহে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ব্যবহারকারীর প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সাধারণভাবে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে লেনদেন তথা তথ্য আদান-প্রদানে সফট্ওয়্যার বা অন্যান্য ক্ষেত্রে জালিয়াতি রোধ করতে তথ্য প্রদানকারী/আবেদনকারী সবার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি নিশ্চিত হওয়া, একজনের সনাক্তকরণ চিহ্ন যাতে অন্যজন ব্যবহার করতে না পারে এবং তথ্য/পরিচিত যাতে হাত ছাড়া না হয় তার নিশ্চয়তা বিধানের সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য সমাধান হলো ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর। ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের বিশ্বব্যাপী পরীক্ষিত ও স্বীকৃত সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তি হল ডিজিটাল স্বাক্ষর। ডিজিটাল স্বাক্ষর হচ্ছে ডিজিটাল বার্তা বা দলিলের সত্যতা যাচাই এর একটি পদ্ধতি। একটি বৈধ ডিজিটাল স্বাক্ষর সম্বলিত বার্তা বা দলিল দেখে প্রাপক বুঝতে পারবেন যে, বার্তাটি যিনি পাঠিয়েছেন সেটি পাঠানোর তার একক কর্তৃত্ব রয়েছে (Authentication), বার্তাটি পাঠানোর পর প্রেরক অস্বীকার করতে পারবে না (Non-rapudiation), বার্তাটি পথিমধ্যে কোন ধরনের পরিবর্তন হয়নি (Integrity) এবং বার্তাটির গোপনীয়তা নিশ্চিত হয়েছে (Confidentiality)।

কাগজের সার্টিফিকেট যেমন: জাতীয় পরিচয় পত্র, পাসপোর্ট, লাইসেন্স অথবা মেম্বারশীপ কার্ড দ্বারা যেমন নির্দিষ্ট কোন কাজের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি নিশ্চিত হওয়া যায় ঠিক তেমনি একটি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট দ্বারা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি নিশ্চিত হওয়া যায়। অনলাইনে তথ্য/ডকুমেন্ট আদান-প্রদান ও আর্থিক লেনদেনের নিরাপত্তা, ওয়েবসাইটের কন্ট্রোল এড্রেস, ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওর্য়াক তৈরিতে, ই-মেইল নিরাপত্তায় এবং ডাউনলোডকৃত সফট্ওয়্যারের সঠিকতার নিশ্চয়তা প্রদানে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশে ডিজিটাল কার্যক্রম নিরাপদ করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৩) মোতাবেক ২০১১ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একটি সংযুক্ত অফিস হিসেবে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত আইনের ৬ ধারায় ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের, ৭ ধারায় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের এবং ৮ ধারায় সরকারি অফিসে ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড ও ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সিসিএ কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২০১২ সালে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রদানের নিমিত্ত সিসিএ কার্যালয় ৬ টি সিএ প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছেঃ

- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
- ম্যাংগো টেলিসার্ভিসেস লিমিটেড
- দোহাটেক নিউ মিডিয়া লিমিটেড
- ডাটাএজ লিমিটেড
- বাংলাফোন লিমিটেড, এবং
- কম্পিউটার সার্ভিসেস লিমিটেড

বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান তার পরিচয় নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তথ্য ও ডকুমেন্টের নিরাপত্তার জন্য এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে পারে।

"অনলাইন কার্যক্রম গ্রহণ করুন, করোনা থেকে নিরাপদ থাকুন।
ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করুন, অনলাইন কার্যক্রমে নিরাপদ থাকুন।"

৩২ আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিসিএ কার্যালয়ের ওয়েব ট্রাস্ট সীল অর্জন

এ এস এম শফিউল আলম তালুকদার
প্রকল্প পরিচালক
সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান প্রকল্প

৩২.১ ওয়েব ট্রাস্ট সীল

ইন্টারনেট মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদানে বিশ্বস্ততার একটি প্রতীক হলো ওয়েবট্রাস্ট সীল। ওয়েবট্রাস্ট সীলযুক্ত পিকেআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইন সার্ভিস, ই-কমার্স ব্যবসা এবং ব্যাংক ও বীমার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান তথ্য আদান-প্রদানে নিরাপত্তা নিশ্চয়তাসহ ব্যবহারকারীর আস্থা অর্জন করে। সিপিএ (চার্টার্ড প্রোফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্টস্) কানাডা কর্তৃক সার্টিফাইং অথোরিটি সংক্রান্ত ওয়েবট্রাস্ট প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রোগ্রামের আওতায় সার্টিফাইং অথোরিটির ভৌত ও কারিগরি অবকাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট সকল নীতিমালা নিরীক্ষার মাধ্যমে ওয়েবট্রাস্টের নীতিমালা এবং মানদন্ডসমূহ পূরণ করেছে কিনা তা নিশ্চিত করে।

৩২.২ সার্টিফাইং অথোরিটি সংক্রান্ত ওয়েব ট্রাস্ট সীলের ধরণ

সার্টিফাইং অথোরিটি সংক্রান্ত ওয়েবট্রাস্ট সীল সাধারণত ৫ ধরনের হয়ে থাকে-

1) BR-SSL (Baseline Requirement Secure Socket Layer).
2) Webtrust seal for CA (Certification Authorities)
3) EV-SSL (Extended Validation Secure Socket Layer).
4) CS (Code signing)
5) EV-CS (Extended Validation Code Signing).

উল্লেখ্য, সিসিএ কার্যালয় উক্ত ০৫ ধরনের ওয়েবট্রাস্ট সীল অর্জন করেছে।

৩২.৩ ওয়েব ট্রাস্ট সীলের প্রয়োজনীয়তা

• **আর্থিক সুবিধাঃ** ওয়েবট্রাস্ট এর মূলনীতি এবং মাপকাঠি CA Browser Forum এর নীতি ও নির্দেশিকার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে বিধায় এর ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের সিএ কর্তৃক প্রদত্ত ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট, এসএসএল সার্টিফিকেটসমূহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করবে। ফলে দেশে বিদেশি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট এবং এসএসএল সার্টিফিকেট এর ব্যবহারের পরিবর্তে দেশীয় সিএ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ডিজিটাল স্বাক্ষর ও এসএসএল সার্টিফিকেট এর ব্যবহার বাড়বে। এর ফলে দেশের বিপুল পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

• **ব্যবহারকারীর আস্থা অর্জনঃ** তথ্য ব্যবহারকারী যে কোনো ওয়েবসাইট ভিজিট করলে তার ব্যবহৃত ব্রাউজার ওয়েবসার্ভারের সার্টিফিকেট পরীক্ষা করে দেখে এবং এতে ওয়েবট্রাস্ট সীল না পাওয়া গেলে ব্রাউজার ব্যবহারকারীকে একটি বার্তা দিয়ে সতর্ক করে। পি কে আই প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেও আস্থা প্রদানকারী সীল সার্ভারে সংযুক্ত না থাকলে, ব্রাউজারের এ সতর্ক বার্তা দেখে ব্যাবহারকারী বিভ্রান্ত হয় এবং সচেতন ব্যবহারকারীরা সেই ওয়েবসাইটে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানে বিরত থাকে। ফলে ব্যবহারকারীর আস্থা অর্জনে ওয়েবট্রাস্ট সীলযুক্ত পিকেআই প্রযুক্তি ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

• **হ্যাকিং ও প্রতারণা প্রতিরোধঃ** কোন ওয়েবসাইটে ওয়েবট্রাস্ট সীল না থাকলে হ্যাকাররা খুব সহজেই যেকোন আসল ওয়েব সাইট এর মতো হুবহু নকল ওয়েব সাইট তৈরি করতে পারেন। ফলে আসল ওয়েবসাইট ও নকল ওয়েবসাইটের মধ্যে পার্থক্য করা দুরুহ হয়ে পড়ে বিধায় বিষয়টি ব্যবহারকারীকে বিভ্রান্তে ফেলে দেয়। এমনকি মূল সাইট মনে করে অসচেতন ব্যবহারকারীরা তাদের ব্যক্তিগত ও অত্যন্ত গোপনীয় তথ্যসমূহ প্রদান করলে তা হ্যাকারের কাছে চলে যায়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারী মারাত্মক ক্ষতির শিকার হতে পারেন। ফলে নিরাপত্তার স্বার্থে ওয়েবট্রাস্ট সীলযুক্ত পিকেআই প্রযুক্তির ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

• **যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণের নিশ্চয়তাঃ** ওয়েবট্রাস্ট প্রোগ্রাম সার্টিফাইং অথোরিটিসমূহের ই-কমার্স লেনদেন, পাবলিক-কী-ইনফ্রাস্ট্রাকচার (পিকেআই) এবং ক্রিপ্টোগ্রাফি সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

• **গোপনীয়তা, প্রমাণিকীকরণ, অখন্ডতা এবং নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণঃ** ওয়েব ট্রাস্ট সীল ব্যবহারের ফলে অনলাইন কার্যক্রম এবং ই-কমার্স লেনদেনের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা (confidentiality), প্রমাণিকীকরণ (authentication), অখণ্ডতা (integrity), এবং নিরপেক্ষতা (non-repudiation) নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

• **সিএ কার্যক্রমে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার প্রয়োগ বাস্তবায়নঃ** ক্রিপ্টোগ্রাফির ব্যবহার, ডিজিটাল সার্টিফিকেটের ব্যবস্থাপনা এবং সিএ সমূহের নীতিমালা ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং প্রোপ্রাইটরি মানদণ্ড এবং গাইডলাইন থাকলেও তার কোন সুনির্দিষ্ট ও অভিন্ন প্রয়োগ নেই। এক্ষেত্রে সার্টিফাইং অথরিটিসমূহের জন্য ওয়েব ট্রাস্ট প্রোগ্রাম সুনির্দিষ্ট নীতিমালার প্রয়োগ এবং বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

৩২.৪ বাংলাদেশ রুট সিএ হিসেবে সিসিএ কার্যালয়ের অর্জন

তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের অধীন কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ (সিসিএ) কার্যালয় ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। চার্টার্ড প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট, কানাডা কর্তৃক সিসিএ কার্যালয়কে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয় । সিএ ব্রাউজার ফোরাম কর্তৃক পরিচালিত ওয়েবট্রাস্ট অডিট সম্পন্ন করার পর বিগত ২৫ জুন, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিপিএ কানাডা সিসিএ কার্যালয়কে বাংলাদেশের রুট সিএ সার্টিফিকেট দিয়ে ওয়েবট্রাস্ট সীল ফর সিএ, বিআর-এসএসএল এবং ইভি এসএসএল নামক তিনটি সার্ভিস প্রদানের মান অর্জনে নিশ্চয়তা দেয়। পরবর্তীতে ২০ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে কোড সাইনিং এবং Extended ভেলিডেশন কোড সাইনিং নামক আরো দুইটি সীল প্রদান করে। অদ্যবধি সিসিএ কার্যালয় বাংলাদেশ রুট সিএ হিসেবে পাঁচটি বিষয়ে সর্বমোট ছয়টি ওয়েব ট্রাস্ট সীল অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

ছবি: সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক প্রাপ্ত ওয়েব ট্রাস্ট সীল

এ ওয়েবট্রাস্ট সীলসমূহ অর্জনের মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশের রুট সিএ সার্টিফিকেটটি বিভিন্ন ব্রাউজারসমূহের (গুগল ক্রোম, মজিলা ফায়ারফক্স, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, অপেরা ইত্যাদি) এবং অপারেটিং সিস্টেমের (মাইক্রোসফট, আইওএস, অ্যান্ড্রয়েড ইত্যাদি) ডিরেক্টরিতে সংরক্ষণ করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনের যোগ্যতা অর্জন করেছে। ফলে দেশীয় বৈধ লাইসেন্সধারী সার্টিফায়িং অথোরিটিসমূহের ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট আন্তর্জাতিক বাজারে বিশ্বস্ততার সাথে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৩২.৫ সিএ ব্রাউজার ফোরাম (CA Browser Forum):

ওয়েবট্রাস্ট এর মূলনীতি এবং মাপকাঠি CA Browser Forum এর নীতি ও নির্দেশিকার উপর ভিত্তি করে নির্মিত, যা CA Browser Forum নামে পরিচিত। এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থাটি সার্টিফিকেশন কর্তৃপক্ষ, ইন্টারনেট ব্রাউজার, অপারেটিং সিস্টেম এবং অন্যান্য PKI- সক্রিয় অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত। এ সংস্থাটি X.509 v.3 ডিজিটাল সার্টিফিকেট ইস্যুকারীর জন্য নির্দেশনা প্রদান করে যা পিকেআই সক্রিয় অ্যাপ্লিকেশনে একটি বিশ্বস্ততার চেইন তৈরি করে। এ নির্দেশিকায় এসএসএল/টিএলএস প্রোটোকল, কোড সাইনিং, সার্টিফিকেট কর্তৃপক্ষের নেটওয়ার্ক এবং নেটওয়ার্ক সুরক্ষা নীতি প্রতিফলিত হয়েছে।

৩৩ "কন্যাকথা" ওয়েবসাইট

৩৩.১ কন্যাকথা- জন্ম কথা

প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কিশোরিদের সাইবার অপরাধ বিষয়ে সচেতন করার উদ্দেশ্য নিয়ে দেশে প্রথমবারের মত এ বিশেষায়িত ওয়েব পোর্টালটি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কন্ট্রোলার অব সার্টিফায়িং অথরিটিজ এর কার্যালয়ের উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে উক্ত কার্যক্রমটিকে নির্বাচিত করা হয়। এ কার্যালয়ের উপ-নিয়ন্ত্রক (সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা) জনাব হাসিনা বেগম তার উদ্ভাবন প্রস্তাব হিসেবে "কন্যা কথা" ওয়েব পোর্টাল তৈরির ধারণাটি প্রদান করেন যা পরবর্তীতে এ কার্যালয়ের ইনোভেশন টিম কর্তৃক বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি এর কার্যালয় হতে কিশোরী মেয়েদের সাইবার অপরাধ বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৭ সাল হতে একটি কার্যক্রম পারিচালিত হয়ে আসছে। ২০২০ এ কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে এ কার্যক্রমটি বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে করোনাকালীন সময়ে অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণসহ ইন্টারনেটে বেশি সময় কাটানোর কারণে স্কুলের কিশোরী মেয়েদের সাইবার অপরাধে আক্রান্ত হবার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। এ প্রেক্ষাপটে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় হতে পূর্বের সরাসরি উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের পরিবর্তে অনলাইন প্লাটফর্ম জুম ব্যবহার করে ছাত্রীদের সাইবার অপরাধ বিষয়ে সচেতন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ৫০ টি জেলার ৪৮২ টি স্কুলের ২৭,৩৮০ জন মেয়ে শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের সাইবার অপরাধ বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রশিক্ষণ শেষ হয়ে যাবার পর সংশ্লিষ্ট জেলার কিশোরী মেয়েদের সাথে সম্পৃক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে উক্ত প্রশিক্ষণের সকল রেকর্ডিং, প্রশ্নোত্তর পর্ব, টিউটোরিয়াল, ই-বুকসহ সব ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল সমন্বয় করে "কন্যা কথা" নামে ওয়েবসাইটটি চালু করা হয় এবং এটি কিশোরী মেয়ে এবং তাদের সাইবার বিষয়ক জিজ্ঞাসা, মতামত ও পরামর্শের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৩৩.২ ভিশন

কিশোরীর জন্য সাইবার অপরাধ মুক্ত আনন্দময় বাংলাদেশ।

৩৩.৩ মিশন

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেয়েদের সাইবার অপরাধ বিষয়ে সচেতন করে গড়ে তোলা।

৩৩.৪ উদ্দেশ্য

সাইবার অপরাধ বিষয়ে মতামত ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করার মাধ্যমে একটি সাইবার অপরাধ মুক্ত বাংলাদেশ গঠন।

৩৩.৫ কার্যক্রম

"কন্যাকথা" সমগ্র বাংলাদেশের কিশোরীদের জন্য একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেখানে তারা নিরাপদে সাইবার জগতে এ বিচরণের উপায় ও সাইবার অপরাধ বিষয়ে তাদের সকল জিজ্ঞাসার উপর এ বিষয়ে তাদের মতামত রাখতে পারবে। শুধু তাই নয়, প্রতি জেলা হতে দুজন করে ছাত্রীকে জেলা এম্বাসেডর হিসেবে মনোনীত করা হয় । যারা এ প্ল্যাটফর্মের সাথে তার নিজ জেলার মেয়েদের সম্পৃক্ত করবে। জেলা এম্বাসেডরদের সহায়তায় এবং অনলাইন অভিযোগ/পরামর্শ ফর্ম ব্যবহার করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা সরাসরি সিসিএ কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ পাবে। এক কথায় 'কন্যাকথা' বাংলাদেশের কিশোরী মেয়েদের একটি উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম যেখানে তারা মন খুলে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে, এ বিষয়ে সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করবে এবং নিজেকে একজন সাইবার যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তুলবে, যা তাদেরকে সাইবার অপরাধের শিকার হবার আগেই সচেতন করে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। উক্ত ওয়েব পোর্টালের লিঙ্ক www.konnakothacca.com।

"মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার -
ডিজিটাল স্বাক্ষর হোক ডিজিটাল নিরাপত্তার হাতিয়ার"

CCA

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ই-১৪/এক্স, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৮১৯, ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭১১

ই-মেইলঃ info@cca.gov.bd, ওয়েবঃ www.cca.gov.bd